সৌদি আরবে থাকতে পারবেন ফিলিস্তিনি উমরাহযাত্রীরা

সারে-জমিন

মাছের ভেড়ি করা জমি ফেরত সন্দেশখালিতে

রূপসী বাংলা

সিংহ-সিংহীর নাম নিয়েও যখন ধর্মীয় রাজনীতি

সম্পাদকীয়

আত্মশুদ্ধির পথেই গড়ে উঠবে বিশ্বশান্তি

দাওয়াত

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে অন্ধ্রপ্রদেশ ও টেস্ট ক্রিকেটার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৬ ফাল্গুন ১৪৩০
১৮ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 58 ■ Daily APONZONE ■ 29 February 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দিল্লি দাঙ্গায় ৬ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিল কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: দিল্লিতে ২০২০ সালের দাঙ্গায় ছয় অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে কক্করডোমা আদালত। দিল্লি দাঙ্গার পর তার বিরুদ্ধে দয়ালপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। অভিযুক্ত শাকিল, হাবিব রাজা, মোহাম্মদ ইয়ামিন, উসমান, শহীদ ও মোহাম্মদ ফুরকানকে উভয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আদালত সম্মানজনকভাবে খালাস দেয়। আদালত তার রায়ে বলেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সব প্রমাণ অপর্যাপ্ত যা ভিপ্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে অভিযুক্তরা ভিড়ের অংশ ছিল। তাদের বরিুদ্ধে এফআইআর-এ, এসএইচ ডলিচাঁদ পাল অভিযোগ করেছিলেন, ২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় একদল দাঙ্গাবাজ জনতা সি ওয়ান, স্ট্রিট নং ১ মেইন রোড, ব্রিজপুরিতে স্যানিটারিরর দোকান লুট করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তদনুসারে, উল্লিখিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য পুলিশ চার্জশিট করে। উল্লেখ্য, বেকসুর কালাস এইস অভিযুক্তদের আইন সহায়তা দিয়েছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাওলানা আসাদ মাদানি মাওলানা নিয়াজ আহমেদ প্রমুখ।

মৌলানা আজাদ ফাউন্ডেশন বন্ধ করার নির্দেশ কেন্দ্রের

অস্তিত্বহীন হচ্ছে সংখ্যালঘু শিক্ষা বিকাশের কেন্দ্রীয় সংস্থা

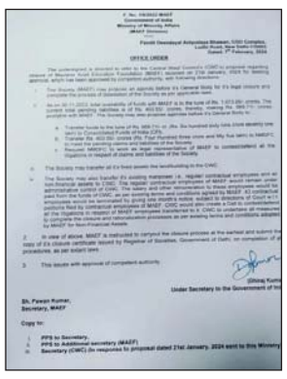

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন (এমএইএফ) বন্ধ করার জন্য একটি বিতর্কিত আদেশ জারি করেছে। এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা শিক্ষাগত দৃশ্যপটে বিশেষত ভারতে মুসলিম শিক্ষার বিকাশের বিষয়ে মর্মান্তিক আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে।
১৯৮৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যালঘু মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি ধীরাজ কুমারের জারি করা সাম্প্রতিক আদেশটি সংশ্লিষ্টদের বিস্মিত করেছে। ওই নোটিশে ঐতিহ্যবাহী মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন বন্ধ করে দেওয়অর কথা বলা হয়েছে। যদিও ঠিক কী কারণে এই ফাউন্ডেশন বন্ধ করা হচ্ছে তার কোনও স্পষ্ট যুক্তি দেওয়া হয়নি। একজন দূরদর্শী নেতা হিসাবে মৌলানা আজাদের উত্তরাধিকার অনস্বীকার্য। তাঁর নির্দেশনায়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এআইআইএমএস) এর মতো যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ভারত জুড়ে প্রযুক্তিগত ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতির এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।
সংখ্যালঘুদের শিক্ষামূলক কর্মসূচি তদারকির দায়িত্বে থাকা সংখ্যালঘু মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলের (সিডব্লিউসি) একটি প্রস্তাব থেকে এমএইএফ বন্ধের সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী এবং অলাভজনক প্রকৃতি সত্ত্বেও, এমএইএফ সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অবকাঠামোগত সুবিধাগুলি উন্নত করতে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত খ্রিস্টান, জৈন এবং শিখদের মতো অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তুলনায় তহবিলের বৈষম্যের মুখোমুখি মুসলিম সম্প্রদায়। বিশেষ করে মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যালঘু শিক্ষার পরিকাঠামো বৃদ্ধি বিশেষ সহায়তা দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার বেশ কযেকটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছে এই ফাউন্ডেশনের টাকায়। শুধু সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো বৃদ্ধি নয়, খাজা গরিব নওয়াজ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং বেগম হজরত মহল জাতীয় বৃত্তি প্রকল্প সহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে এবং সংখ্যালঘু যুবকদের, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে একাডেমিক কৃতিত্বকে সমর্থন করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।
তবে, এমএইএফ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামগুলি একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়, যা অনেক সুবিধাভোগীকে অচলাবস্থায় ফেলে দেয়। উপরন্তু, তেতাল্লিশ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর বরখাস্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত এমএইএফ-এর তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ বেশ গগ ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০৭৩.২৬ কোটি টাকা। যদিও খরচ করা হয়েছে ৪০৩.৫৫ কোটি টাকা। অবশিষ্ট রয়েছে ৬৬৯.৭১ কোটি টাকা।এমওএমএ এই উদ্বৃত্তটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ফিনান্স কর্পোরেশনকে (এনএমডিএফসি) হস্তান্তর করা হচ্ছে বকেয়া ও অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য। নিউ দিল্লি স্টেশনের সন্নিকটে থাকা এমএইএফকে জমি ও বিল্ডিং সহ তার স্থায়ী সম্পদ কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিদ্যমান জনবল, নিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক উভয় কর্মচারীই সিডব্লিউসির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আসবে। বিদ্যমান শর্তাবলীর অধীনে চাকরি অব্যাহত রাখার আশ্বাস সত্ত্বেও, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বরখাস্ত আইনি প্রক্রিয়া সাপেক্ষে একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের এমএইএফকে বন্ধ প্রক্রিয়া সংখ্যালঘুদের জন্য আশার আলো দেখানো মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশনের যুগের অবসানের ইঙ্গিত স্পষ্ট করেছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা করা উচিত নয়: মুখ্যমন্ত্রী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বাঁকুড়ার খাতড়ায় এক প্রশাসনিক সভায় বলেছেন, সন্দেশখালির ঘটনার সঙ্গে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের কোনও তুলনা টানা চলবে না।মনে রাখবেন সিঙ্গুর সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম, খাতড়া খাতড়া এবং বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর। প্রতিটি জায়গার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা করবেন না।
কারও নাম না করে মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হিংসায় উস্কানি দেওয়ার মতো ভুল যেন কেউ না করে। কোথাও কোনো রক্তপাত হোক, নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটুক তা আমি চাই না। আমি কোনো অন্যায়কে সমর্থন করি না এবং আমি আমার জীবনে কখনও তা করব না। অজান্তে কোথাও কোনো অন্যায় হয়ে থাকলেও আমি সেটাও সমর্থন করি না।
সন্দেশখালি ও নন্দীগ্রামকে এক করে দেখার চেষ্টা করছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি, এই ইঙ্গিত পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যবলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, 'দ্বিতীয় নন্দীগ্রাম হতে চলেছে সন্দেশখালি।' বুধবার মমতা সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও সন্দেশখালির সঙ্গে নন্দীগ্রামকে এক করে দেখার চেষ্টার বিরোধিতা করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও।
খাতড়ার সভায় মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় বলেছেন, আদিবাসীদের জমি জোর করে দখল করতে দেব না। সেই ইচ্ছাতেই বাজালেন ধামসা-মাদল এবং আদিবাসী নৃত্যে পা মেলালেন। সাথে গান গাইলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল। খাতরার খড়বন ময়দানে একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়১২০ টি সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি মানুষের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের নথি তুলে দেন। এদিন সভা মঞ্চে যখন মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে ওঠেন অলচিকী ভাষায় সকলকে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুর পর তিনি বলেন, একটা সময় বাঁকুড়া পুরুলিয়া এসব জায়গাতে অনেক রক্ত ঝরত। তৃণমূল সরকার আসার পর ওসব বন্ধ হয়ে গেছে। এদিন বাঁকুড়ার সভামঞ্চে প্রত্যেক জেলায় বিগ বাজার নির্মাণের প্রস্তাব রাখলেন যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করবে। এছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,ঝাড়গ্রাম এর জঙ্গল লাগোয়া যেসব গ্রামের বাসিন্দাদের হাতের আক্রমণে মৃত্যু হয়ছে তাদের পরিবারের একজনের হাতে সরকারি চাকরি তুলে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয় কর্তব্যরত অবস্থায় কোন আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলার মৃত্যু হয় তাদের পরিবারকে ২ লক্ষটাকা তুলে দেওয়া হবে। এসবের পাশাপাশি তিনি বিরোধী বিজেপির এক হস্তে নিয়ে বলেন বাঁকুড়ার দুইটি লোকসভা বিজেপি দখলে কিন্তু তাদেরকে আর দেখতে পাওয়া যায় ন। এবার ভোট চাইতে হলে বিজেপির বেলুন ফুঁস করে দেওয়ার কথা বলেন।
অন্যদিকে, বাঁকুড়ার প্রশাসনিক সভায় মমতা এদিন বলেন, 'পাগড়ি পরা দেখলেই খলিস্তানি বলছে'। মুসলিম অফিসারকে দেখে পাকিস্তানি বলে দেবে?' তবে, লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফর এবং দলীয় উদ্দেশ্য তার বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তেলি ওয়ালি মসজিদ নিয়ে হিন্দু পক্ষের দাবির শুনানি হবে: আদালত

আপনজন ডেস্ক: বাবরি মসজিদ মামলার রায়ের পর থেকে দেশের একর একের পর এক মসজিদের উপর হিন্দু পক্ষের দাবি বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে। উত্তপ্রদেশের কাশী, মথুরা কিংবা বারানসীর পর এবার আরও একটি মসজিদ মন্দিরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে বলে মামলার শুনানি গৃহীত হল লখনউয়ের জেলা আদালতে। এর আগে বারানসীর জেলা আদালত জ্ঞানবাপি মসজিদের তহখানায় পূজা অর্চনা করার অনুমতি দিয়েছিল। এবার লখনউয়ের জেলা আদালত লখনউয়েরে তেলি ওয়ালি মসজিদ মামলায় মসজিদ পক্ষের পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে হিন্দু পতেক্ষর দায়ের করা মামলাটি আদালতে শুনানির জন্য যোগ্য। এর আগে, নিম্ন আদালতে হিন্দু পক্ষ দাবি করেছিল লখনউয়ের তেলি ওয়ালি মসজিদে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে লক্ষ্মী টিবি ছিল। তার উপরেই একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি ভেঙে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। তাই মসজিদটি হিন্দু পক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার দাবির আর্জির শুনানি অনুষ্ঠিত হতে পারে। এর বিরুদ্ধে মসজিদ পক্ষ জেলা আদালতে রিভিশন আবেদন করলে আদালত তা খারিজ করে দেন।
উল্লেখ্য, মসজিদ পক্ষ আদালতকে বলেছিল যে এই মামলাটি ১৯৯১ সালের উপাসনালয় আইন বিদ্যমান থাকায় এই মামলাটি শুনানির যোগ্য নয়। ওই আইনে বলা আছে, স্বাধীনতার আগে যেসব ধর্মস্থান ছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীতে সেই সব ধর্মস্থানের চরিত্র বদল করা যাবে না। কিন্তু বুধবার লখনউ জেলা আদালত তার রায়ে বলেছে যে এই মামলাটি শুনানির যোগ্য।
আদালতে শুনানি হয়েছে এবং এই মামলা চলতে হবে।
মসজিদের হেফাজতকারী ও সাজ্জাদ নাশিন মাওলানা ফজলুল মানান বলেন, আগে নিম্ন আদালত এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, যা আমরা জেলা আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম এবং এখন আমরা উচ্চ আদালতে যেতে প্রস্তুত। তিনি হিন্দু পক্ষের দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেছেন।

রাজ্যে প্রথম দফায় আসছে ১৫০ কোম্পানি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও তার আগেই এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর কথা আগেই জানিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যদিও কমিশন সূত্রের খবর, অগামী ১৩ বা ১৪ মার্চ লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। এবার নির্বাচন কমিশন সূত্র আরও জানিয়েছে, ভোটের নিঘণ্ট ঘোষণা বা আদর্শ আচরণবিধি চালুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুর এলাকা থেকে পোস্টার, ব্যানার খুলে ফেলতে হবে। বুধবার কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস সূত্রে এ খবর জানা গেছে। অনদিকে, এদিনের বৈঠকের পর রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে রূপরেখা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যে প্রথম দফায় মোট ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হবে। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। এই জেলার সন্দেশখালিকে ঘিরে রয়েছে এখন চরম উত্তেজনা। এছাড়া, ভাঙড় এলাকা কলকাতা পুলিশের আওতায় চলে আসায় দ্বিতীয় সর্বাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োজিত করা হবে কলকাতায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে, ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে প্রথম দফার ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। সেই বাহিনী কোন জেলায় কত নিয়োগ করা হবে তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে। তাতে পৌরহিত্য করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিফ আফতাব। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনায় মোট ২১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মধ্যে বারাসতে তিন কোম্পানি, বনগাঁয় তিন, ব্যারাকপুরে ছয় কোম্পানি, বসিরহাটে পাঁচ কোম্পানি, বিধাননগরে চার কোম্পানি কোন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৯ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করছে কমিশন। এর মধ্যে বারুইপুর পুলিশ জেলায় তিন কোম্পানি, ডায়মন্ডহারবারে তিন কোম্পানি এবং বারুইপুরে তিন কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।
লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে প্রথম বাহিনী আসতে শুরু হবে ১ মার্চ থেকে। এদিন ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসবে। তারপর আসবে বাকি ৫০ কোম্পানি। সব মিলিয়ে প্রথম দফার বাহিনীর সংখ্যা ১৫০ কোম্পানি।
এর পাশাপাশি কলকাতায় ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়াও মালদা ৭, মুর্শিদাবাদ ৪, জঙ্গিপুর , কৃষ্ণনগর ৪, রানাঘাট ৪, হাওড়া ৬, হাওড়া গ্রামীণ ৩, দার্জিলিং ৫ , শিলিগুড়ি ২, কালিম্পং ২, কোচবিহার ৫, আলিপুরদুয়ার ৩, জলপাইগুড়ি ৪, ইসলামপুর ৩, রায়গঞ্জ ৪, দক্ষিণ দিনাজপুর ৪, হুগলি ৪, চন্দননগর ৫, পূর্ব মেদিনীপুর ৭, পূর্ব বর্ধমান ৪, আসানসোল দুর্গাপুর ৬, পশ্চিম মেদিনীপুর ৫, ঝাড়গ্রাম ৩, বাঁকুড়া ৪, পুরুলিয়া ৪ এবং বীরভূমে ৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে।
রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি করতে সহাযতা করবে বাহিনী। তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্ভয়ে বোট দেওয়ার আহ্বান জানাবে। তবে বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট নয় পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে মোতায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম নজর

বিজ্ঞান দিবস পালিত শ্রীপৎ সিং কলেজে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সালে বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রমন তার আবিষ্কার রমন এফেক্টের জন্য ১৯৩০ সালে ভারত তথা এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পায়। আবিষ্কারের সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৮৭ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এই দিনটি কে। বিজ্ঞান দিবসকে সামনে রেখে এক সপ্তাহ ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে এদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী আয়োজন করে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ। কলেজের পার্শ্ববর্তী সহ দূর-দূরান্ত থেকে মোট ১৮ টি বিদ্যালয় থেকে দুজন করে ছাত্র-ছাত্রী এবং একজন গাইড টিচার মিলিয়ে প্রায় ৫৪ জনের অধিক এই বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর কমল কৃষ্ণ সরকারের সহযোগিতায় জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের আয়োজনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত বিচারক অধ্যাপকেরা। প্রতিযোগিতায়

শিশুদের স্কুলে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমি তে আজ উন্নত বিজ্ঞান সম্মত ভারত গড়তে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। প্রধান অতিথি পঙ্কজ গনাই, হেড টিচার মধুসূধন প্রাথমিক বিদ্যালয় হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও পাড়া গ্রামে ওঝাদের ভেলকি দেখানো বিজ্ঞানের মাধ্যমে হাতে কলমে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মন জয় করেন। এছাড়া এই স্কুলের সদ্য মাতৃহারা বিশিষ্ট শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল মহাশয় বিজ্ঞান চর্চা ও উন্নত ভারত গড়তে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান কেন্দ্রিক ভাবনার কথা বলেন। ছাত্র ছাত্রীরা নিজ নিজ মডেল প্রদর্শন করে।

সন্দেশখালির উত্তম সরদারের নাম জড়াল এবার বনগাঁর খুনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: সন্দেশখালির একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগে ধৃত উত্তম সর্দার ওরফে সুশান্তর নাম জড়ালো এবার বনগাঁর একটি খুনের মামলায়। বুধবার তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে জেল হাজতের নির্দেশ দিয়েছেন । উত্তমের হয়ে আইনী লড়াই করছেন আইনজীবী সঞ্জয় দাস। এদিন সঞ্জয় দাস জানান, ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনী এলাকায় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে জল পরা নিয়ে বিবাদ বাধে। আর সেই ঘটনায় এক প্রতিবেশীর বাঁশের আঘাতে প্রাণ হারান বিষ্ণু মন্ডল নামে আর এক প্রতিবেশী। বিষ্ণু মন্ডলের স্ত্রী ঝর্ণা মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে সেই সময়েই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়। সঞ্জয় দাসের বক্তব্য অনুযায়ী, ধৃতরা নাকি পুলিশি জেরায় এই খুনের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উত্তম সরদারের নাম বলেছে। আর তাই তাকে এই মামলায় যুক্ত করে তার বিরুদ্ধেও ৩০২ ধারা দেওয়া হয়েছে। এদিন উত্তম সরদারকে আদালতে তোলার সময় তাকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সে দাবি করে যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এর আগে সে কোনওদিন বনগাঁতে আসেনি। এই খুনের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না । পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তম সরদারকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়। অন্যদিকে, উত্তম সরদারের আইনজীবী তার জামিনের জন্য আবেদন জানান। দুই পক্ষের আবেদনই খারিজ করে দিয়ে বিচারক উত্তম সরদারকে ১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন ।

দইচাঁদা যুব উৎসবে ডেঙ্গি মোকাবিলায় মশারি বিলি করা হল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষের দই চাঁদা যুব উৎসবের ডেঙ্গি মোকাবেলায় মশারি বিতরণ কর্মসূচি পালন করল মেলা কমিটি। ৫০০ জন ব্যক্তিকে মশারি বিতরণ করা হয় এই মঞ্চ । দুই যুব উৎসবে এই উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ,বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস , সমাজসেবী আশরাফ উদ্দিন বাবু ,বামদেব মন্ডল , বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর ইন্তেখাব আলম, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মদক্ষ সইফুদ্দিন চৌধুরী ,শেখ মইনুদ্দিন ,হাসানুজ্জামান,তাজিবুর সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এই মেলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চিন্তা ভাবনার ফসল বলে মন্তব্য করেন। দক্ষিণ দামোদরের বিশিষ্ট সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্দেশ্যে বলেন বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া ট্রেন চালু হচ্ছে ।বর্ধমানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ।অবিলম্বে দক্ষিণ দামোদরের বাস বর্ধমানের ঢোকার জন্য তিনি বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের প্রতি আবেদন রাখেন। দইচাঁদা যুব উৎসবে স্থানীয় প্রধান বিলকিস বেগম, শেখ রাজিয়াল সহ মেলা কমিটির সদস্যরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

ভরাট করা পুকুর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে খনন জমি মালিকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কোতুলপুরে ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে পুকুর মালিক, জেসিবি দিয়ে চলছে পুকুর খনন ।

কোতুলপুরে পুকুর হয়ে গিয়েছিল মাঠ, অভিযোগ উঠেছিল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুর ছিলো এই পুকুর শুধু এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য ছিল তাই নয় এই পুকুরের জল ব্যবহার করা হত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের কাজেও। সম্প্রতি স্থানীয়রা দেখেছিলেন বাইরে থেকে মাটি এনে রাতারাতি ভরাট করে পুকুর সমান করে ফেলা হচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুকুরের সামান্য অংশের মালিক নিতাই চন্দ্র রায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার দফতর সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

পুকুরের একটা বড় অংশ কিনে মুজিবর রহমান খান নামের এক ব্যাক্তি তা ভরাট করে দিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা তারা কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন পুকুরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। এরপর রীতিমত বাধ্য হয়েই পুকুরের বর্তমান মালিক পুকুর থেকে মাটি সরিয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল পুকুরের পাশে খাল বন্ধ করে দেওয়ার। এবার পুকুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই বন্ধ খালোকেও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে পুকুর মালিক।পুকুর কর্তৃপক্ষ বলেন সরকারের নির্দেশমতো পুকুর খনন করা হচ্ছে এবং পুকুরের মাটি পুকুরের পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। পুকুরের পাশ দিয়ে লাগানো হবে একাধিক গাছ। সমগ্র ঘটনায় খুশি এলাকার কৃষকরা তারা জানাচ্ছেন এবার হয়তো আগের মতোই তারা কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ করতে পারবেন।

মাছের ভেড়ি করা জমি ফেরতের তালিকা ১৫০ জনের, খুশি সন্দেশখালির মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু' নম্বর ব্লকের সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েত, বেরমজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি ফেরত এর আন্দোলন দেখেছে গোটা রাজ্য। বেআইনিভাবে জমি দখল ,মাছ চাষ করা, লিজের টাকা আত্মসাৎ একাধিক অভিযোগ সন্দেশখালি শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে মিছিল মিটিং আন্দোলন কর্মসূচি লাগাতার করেছে সন্দেশখালি গ্রামের মানুষ। ইতিমধ্যে সন্দেশখালি থানা ও নেজাট বিলে মোট ছটি পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। যেখানে পুলিশ বসিরহাট জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে সেখানে ২২ থেকে ৮৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রশাসনের কাছে ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে ১৫০ জন গ্রামবাসীকে তাদের সঠিক কাগজপত্র দিয়ে জমি ফেরত দিয়েছে রাজ্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। তাই পেয়ে রীতিমতো খুশি ।কিন্তু এই জমি ফেরত নিয়ে আইনি বৈধতা তুললেন সন্দেশখালি সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। এইভাবে রাজ্য সরকার কোন জমি ফেরত দিতে পারে না। জমি ফেরত আইনি বৈধতা নিয়ে একাধিক পদ্ধতি পর্যন্ত তুলেছেন। যেখানে কয়েক বছর ধরে অভিযোগ আসছিল। গ্রামবাসীদের জমি দখল করেছে শাসক দলের নেতাকর্মী সমর্থকরা, সেই জমি উপযুক্ত নদীপত্র দেখিয়ে যখন প্রশাসন একে একে গ্রামবাসীদের জমির ফেরত দিচ্ছে সেখানেই আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। এদিকে, বেড়মজুরের ঝুপ খালি এলাকায় নতুন করে আবার বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা বুধবার।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালির বিক্ষোভকারী মহিলাদের বহিরাগত বলেছেন তার প্রতিবাদে ও শেখ শাহাজাহান ও তার ভাই শেখ সিরাজউদ্দীনকে গ্রেফতারের দাবিতে মহিলারা গণ ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পাশাপাশি ঝুপখালি এলাকায় তারা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তারা বেড়মজুরে পুলিশ সহায়তা ক্যাম্পে এসে একটি ডেপুটিশন জমা দেন ।সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বয়ারামারি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানমারী বাজার সংলগ্ন একটি মাঠ দখল করে শান্তনু জানা নামে এক তৃণমূল কর্মী বাজার তৈরি করছিলেন বলে অভিযোগ।নির্মীয়মান এই বাজার ভেঙে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষেরা। তাদের দাবি এই খেলার মাঠ তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি এই তৃণমূল নেতা আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে এলাকার মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ।

অ্যালকেমিস্ট মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করল ইডি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এবার রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করল ইডি। ইডি সূত্রে খবর, ২০১৪ সালের ভোট প্রচারের সময় চিটফান্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্টের তরফে তৃণমূলের কিছু টাকা মেটানো হয়েছিল। কেন এই লেনদেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করতেই অরূপ বিশ্বাসকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তাকারী সংস্থা।
আগামী শুক্রবার দিল্লিতে ইডি সদর দফতরে তলব করা হয়েছে অরূপ বিশ্বাসকে। এর আগে অ্যালকেমিস্ট মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সংস্থার অন্যতম কর্নধার কে ডি সিংকে। সংস্থার হিসাবরক্ষক ও এক কোষাধ্যক্ষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর তাঁদের দেওয়া বয়ানের ভিত্তিতে উঠে এসেছে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে চিটফান্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্টের তরফে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর, এই সংক্রান্ত তথ্য জানতেই এবার রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই বিষয়ে একসময়ের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা মকুল রায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।
এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, 'অ্যালকেমিস্ট মামলায় কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সেটা তদন্তকারী সংস্থার ব্যাপার। তবে আমি শুধু বলতে পারি, অ্যালকেমিস্ট নিয়ে তদন্ত হলে প্রথমে তো মিঠুন চক্রবর্তীকে তলব করা উচিত। কারণ, মিঠুন চক্রবর্তী সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন। ওর ছবি দিয়েই প্রচার হত। বিজেপি ওনাকে পদ্মভূষণ দিয়েছে আর অন্য লোককে নোটিশ দিয়ে বেড়াচ্ছে।'
এই প্রসঙ্গে অবশ্য পাল্টা মন্তব্যও পোষণ করেছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, তৃণমূল যদি মনে করে যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি হচ্ছে, তাহলে আদালতে যাক।

মুরগি যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে হাঁসুয়ার কোপে মৃত এক প্রৌঢ়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুরগি যাওয়াকে কেন্দ্র করেও কিন্তু খুনের ঘটনার সাক্ষী রয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল। এমনকি আম পাড়া কে নিয়েও খুন হয়েছে ডোমকলে এবার সেই রকমই সামান্য ঘটনায় প্রাণ গেলো এক বৃদ্ধার আহত হয়েছে পাঁচ জন।ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও পাঁচ জন। মৃত বৃদ্ধের নাম শমসের আলি মন্ডল (৬৫)। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বর্তনাবাদে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে , বুধবার বিকেলে শমসের মণ্ডলের ভাইপো হাসিবুল শেখ তাঁর পিসির সঙ্গে ঝামেলা করছিল। সেই সময় শমসের মণ্ডলের এক ভাইপো তার প্রতিবাদ করে। তাঁতে হাসিবুল ও শমসের মণ্ডলের ওই ভাইপোর মধ্যে বচসা বাধে। আর সেই বচসা চলাকালীন হাসিবুল শমসের আলীর ভাইপোকে মারধর করে। শমসের মন্ডল ও তার পরিবারের লোকেরা শমসেরবাবুর ভাইপোকে মারধরের প্রতিবাদ করতে গেলে হাইদার শেখ, হাসিবুলসহ তাঁর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা লাঠি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়।ঘটনায় জখম হন শমসের আলি মন্ডল ও ওই পরিবারের আরও পাঁচ সদস্য। তাদের উদ্ধার করে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে শমসের আলী মণ্ডলের মৃত্যু হয়। বাকি পাঁচ সদস্য বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। মৃতের স্ত্রী সানুয়ারা বিবি বলেন, হাসিবুল ওর পিসির সঙ্গে ঝামেলা করছিল। ওই সময় আমাদের বাড়ির ছেলে তাদের ঝামেলা করতে নিষেধ করলে তাকেই মারধর করে তাঁরা। তার প্রতিবাদ করলে আমার স্বামীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে তাতেই মৃত হয় বলে জানান। কাকলি বিবি বলেন সামান্য ছোটো বিষয়টা এতো বড়ো আকার ধারণ করবে বুঝতে পারিনি।
তিনি আরো বলেন এমনি মুখে মুখে হচ্ছিল তার পরে হটাৎ ধারালো অস্ত্র সহ লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগে ঘটনায় পরিবারের একাধিক জন আহত হয় ।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনা স্থলে ।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অশ্লীলভাবে তল্লাশি করায় বিক্ষোভ স্কুলে

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফল অশ্লীনভাবে টুকলি তল্লাশির অভিযোগ অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের। পুলিশের সামনেই স্কুলের দরজায় লাথিমেরে ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের খিদিরপুর কলোনি নেতাজি হাই স্কুলে । পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় সকলের সামনে ছাত্রীদের অশ্লীনভাবে সার্চ করা হচ্ছিল আর এতে সম্মান হানি হচ্ছিল ছাত্রীদের। এজন্য পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর স্কুলের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকরা।
এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্কুল প্রাঙ্গনে। কিছুক্ষণ পরে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে বিক্ষোভ কারীরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব বলে জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন যদি কারো অভিযোগ থাকে লিখিত অভিযোগ দেখ। স্কুলে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে এবং আগামী দিনে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবো বলে জানান তিনি।

অসুস্থ ইমামের পাশে ব্লক ইমাম সংগঠন

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উলাই মণ্ডল পাড়ার ইমাম হাফিজ নাদির সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনির সমস্যায় অসুস্থ। বর্তমানে সপ্তাহে দুইদিন ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে।
আগামীতে তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য বেশ কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে সোনামুখী ব্লক ইমাম সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের হাতে চিকিৎসার জন্য এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। হাফিজ নাদিরইমামের দায়িত্ব পালনের সাথে মুনাযযম মক্তবে শিক্ষকতাও করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি দুবরাজপুরে সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী ব্লকের সভাপতি ও সোনামুখী জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক, সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ আশরাফ আলী, কোষাধ্যক্ষ মাওলানা জিয়াউল হক ও সোনামুখী ব্লক ইমাম সংগঠনের ইমামরা। ছিলেন সমাজসেবী আব্দুর রহমান সোনামুখী মসজিদ কমিটির সদস্য ও ভাগলুই গ্রামের আব্দুল কাদের প্রমুখ। সুস্থতার জন্য সকলেই দোওয়া করে,সবার কাছে দোওয়ার আবেদন করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আদিবাসী গ্রামে বিনামূল্যে প্রাণী চিকিৎসা শিবির

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: রামপুরহাট ১নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতুবপুর, পারকান্দী সহ পার্শ্ববর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে ইফকো সমবায় সংস্থার পক্ষ থেকে একটি বিনামূল্যে পশু চিকিৎসা শিবির করা হয়। এই শিবির টি পরিচালনা করেন মল্লারপুর নইসুভা কর্ণধর সাধন সিংহ মহাশয়। এই এলাকায় আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে প্রথমবার এই চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হইল।তাতে প্রায় ১৫০ টি গরু এবং ২০০ টি ভেড়া ও ছাগল এদের ভ্যাকসিন ভিটামিন কৃমির ঔষধ সহ বিভিন্ন রকম ঔষধ দেওয়া হলো। এই শিবিরটিতে উপস্থিত ছিলেন মল্লারপুর নইসুভা কর্ণধর সাধন সিংহ মহাশয়, রামপুরহাট সাব ডিভিশন প্রাণিসম্পদের অধিকারী, ভিটেনারি আধিকার সহ পশু চিকিৎসকেরা । এলাকার আদিবাসী মানুষরা এরকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অত্যন্ত খুশি বলে জানান।

ভাষা দিবসের গুরুত্ব আরোপ ওয়েবিনারে

বিশেষ প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সন্ধ্যায় নিউজ পোর্টাল বাংলার জনরবের সাহিত্য বিভাগ উদযাপন করল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আলোচনা, কথায়, কবিতায়, গল্পে আয়োজিত প্রায় দু ঘন্টার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সঙ্গীতা সান্যাল, কলকাতার বিশিষ্ট কবি সুচরিতা হার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক কাবেরি চক্রবর্তী, বর্ষীয়ান কবি সুভাষচন্দ্র ঘোষ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম ঢালী। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রারম্ভিক বক্তব্যে বাংলার জনরবের সম্মানীয় সম্পাদক সেখ ইবাদুল ইসলাম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ভরদুপুরে আগুনে পুড়ে ছাই দুই দিনমজুরের ঘর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন:ভর দুপুরে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই দুই দিনমজুরের একটি শোয়ার ঘর সহ একটি গোয়াল ঘর, একটি রান্নাঘর সহ বাইক ও ভুটভুটি। আগুন নেভাতে গিয়ে আহত এক যুবক। অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানকিবাড়ি গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন দুপুরে বাঘু আলি ও ভটু আলির বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে আগুন নেভাতে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা।ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে।তবে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসার আগেই স্থানীয়দের ঘন্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাঘু আলির একটি গোয়াল,একটি জ্বালানির ঘর,ভুটভুটি ও বাইক।অপরদিকে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভটু আলির একটি শোয়ার ঘর ও একটি রান্নাঘর।ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান।রফিকুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা আগুন নেভানোর কাজ করতে গিয়ে পায়ে গুরুতর চোট পান।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে যায় জেলা পরিষদের সদস্যা মার্জিনা খাতুন।আহত ব্যক্তিকে নিজের গাড়িতে করে চিকিৎসার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় বলে খবর।অন্যদিকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটির পাশে দাড়ানোরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।দমকল কর্মীরা জানান,আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

প্রথম নজর

আমিরাতে ৪ ক্যাটাগরিতে প্রবাসীদের কাজের সুযোগ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিশ্বের দুই শতাধিক দেশের ৯০ লাখের বেশি প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন দেশটিতে। নতুন করে আরও প্রবাসী কর্মী নেবে দেশটি। চার ক্যাটাগরিতে অভিবাসী কর্মী নেওয়ার ঘোষণা আমিরাত কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে গ্রিন ভিসার আওতায় যারা যাবেন তাদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ১৫ হাজার দিরহাম, ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে চার লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

ইউএই গ্রিন ভিসা প্রকল্পের আওতাধীন রেসিডেন্সি পারমিট। এর মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসী, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, শীর্ষ ফলাফলধারী শিক্ষার্থী ও স্নাতকধারীরা আমিরাতে কোনো কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হয়েই স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়ে থাকেন। এটি মূলত প্রতিভাধারী প্রবাসীদের আনতে দেশটির সরকারের নেয়া ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ। ফ্রিল্যান্সার, নিজস্ব উদ্যোগী ব্যক্তি এই ক্যাটাগরির আওতায় আবেদন করতে পারবেন। গ্রিন ভিসার আওতায় যারা যাবেন তাদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ইউএই দিরহাম, ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে চার লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

একজন প্রবাসী স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক ভিসার আওতায় সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদে সাধারণ কর্মসংস্থান ভিসা পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যদি তিনি দুবাইতে বেসরকারি খাতে কর্মরত থেকে থাকেন অথবা সরকারি সেক্টরে বা অর্থনৈতিক মুক্ত অঞ্চলে কর্মরত থাকেন। ইউএই গোল্ডেন ভিসা প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মেধা এবং পেশাজীবীরা দেশটিতে দীর্ঘ সময় পরিবারসহ অবস্থানের অনুমতি পাবেন। এই ভিসার মাধ্যমে প্রবাসীরা সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত ইউএইতে বসবাস, চাকরি ও অধ্যয়ন করতে পারেন। এন্ট্রি ভিসার মাধ্যমে আমিরাতে এসে এর মেয়াদ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। দেশটিতে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ পেতে চাইলে ডমেস্টিক ওয়ার্কার ভিসার আওতায় আবেদন করতে হবে। এই ভিসার নীতিমালাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে গৃহকর্মীদের অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা। দেশটিতে গৃহকর্মীরা সাধারণত তাদের নিয়োগকর্তাদের বিশেষ স্পনসরের মাধ্যমে এসে থাকেন।

তুরস্কে এক দিনে ৭ নারীকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: তুরস্ক জুড়ে একদিনে সাতজন নারী তাদের সঙ্গী বা প্রাক্তন দ্বারা খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল হাবেরতুর্কের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। হাবেরতুর্কের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়,'ইজমির, বুরসা, সাকারিয়া, এরজুরুম, দেনিজলি এবং ইস্তাম্বুলে মোট সাতজন নারীকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। খুনের সন্দেহভাজনরা হয় তাদের বর্তমান পত্নী, অথবা সাবেক স্বামী-স্ত্রী, যাদের কাছ থেকে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ঘাতক ও ভুক্তভোগীদের ছবি ও পরিচয় নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে হাবেরতুর্ক। ভুক্তভোগীরা সবাই ৩২ থেকে ৪৯ বছর বয়সী। তাদের গুলি করে বা ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। অন্তত তিনজন ঘাতক আত্মহত্যা করেছে, দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আটক অবস্থায় আহত একজন পরে মারা গেছে। ২০২৩ সালে নারী অধিকার বিষয়ক এনজিও 'উই উইল স্টপ ফেমিসাইড' ৩১৫টি নারী হত্যার রেকর্ড করেছে। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ তাদের নিজ বাড়িতে খুন হয়। ২০২১ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ করার লক্ষ্যে ইউরোপ কাউন্সিলের চুক্তি 'ইস্তাম্বুল কনভেনশন' থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুরস্ক। এই কনভেনশনে কর্তৃপক্ষকে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা তদন্ত ও শাস্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়।

সৌদি আরবে থাকতে পারবেন ফিলিস্তিনি উমরাহযাত্রীরা

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকে অনেক ফিলিস্তিনি উমরাহযাত্রী সৌদি আরবে আটকে পড়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফেরা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তারা ছয় মাস পর্যন্ত সৌদি আরবে বসবাস করতে পারবে। আটকে পড়া ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সৌদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গালফ নিউজের খবরে এ তথ্য জানানো হয়।

এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে গাজার দক্ষিণ প্রদেশের অনেক উমরাহযাত্রী সৌদি আরব গিয়ে আটকে পড়ে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। পরে সৌদি সরকার তাদের ছয় মাস পর্যন্ত দেশটিতে আবাসিক থাকার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তা ছাড়া তাদের নিজ দেশে নিরাপদে ফেরা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অস্থায়ী ত্রাণ দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম উমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। একই বছর ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ও রওজা শরিফ জিয়ারত করে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। এ হামলায় গত ১৪৫ দিনে ২৯ হাজার ৭৮২ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ৬৮ হাজার ৫৫২ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। অপরদিকে ইসরায়েলের এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছে।

গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে মার্কিন বিমানকর্মীর আত্মহনন

শোক জানাতে শত শত মানুষ সমবেত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে শত শত মানুষ সমবেত হয়ে বিমানকর্মীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন। গাজায় চলমান যুদ্ধের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে নিজের গায়ে আগুন দেওয়া মার্কিন বিমানবাহিনীর সেই সদস্য মারা যান ঘটনার রাতেই।

অনেকেই আশা করেছিলেন, ২৫ বছর বয়সী অ্যারন বুশনেলের মৃত্যুর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যুদ্ধের প্রতি অটল সমর্থনে পরিবর্তন আসবে। তেমন কিছুই হয়নি। লিয়া নামের একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান এসেছিলেন শোক জানাতে। তিনি আনাদোলু নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন, "যারা ফিলিস্তিনের সঙ্গে তাদের সংহতি ও সমর্থন দেখিয়েছে, যারা প্রতিরোধ জানাতে চরম পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তাদের প্রতি সংহতি ও সমর্থন দেখানোর জন্য এখানে উপস্থিত থাকা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।" বুশনেলের মৃত্যু যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন কিনা জানতে চাইলে, তিনি বলেন, 'এটাই আশা করেছিলাম।'

টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সান আন্তোনিও শহরের বাসিন্দা অ্যারন বুশনেল (২৫) স্থানীয় সময় রবিবার দুপুর ১টায়, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ এবং আক্রমণে মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে ইসরায়েলের দূতাবাসের সামনে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন।

শহরের ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে আগুন লাগার খবর পেয়ে জরুরি কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে তাঁকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে বিমানবাহিনীর একজন মুখপাত্র স্থানীয় সময় সোমবার সকালে জানান, রবিবার রাতেই তিনি মারা গেছেন। এএফপি জানিয়েছিল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা ফুটেজ অনুসারে, বুশনেল যুদ্ধের পোশাক পরে গায়ে তরল ঢালতে ঢালতে বলেন, তিনি 'এই গণহত্যায় জড়িত থাকবেন না আর'। এরপর তিনি নিজের গায়ে আগুনে জ্বালিয়ে 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' বলে চিৎকার করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মাটিতে পড়ে যান। ভিডিওটি প্রথমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইচে একটি লাইভস্ট্রিমে শেয়ার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও আহত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের একজন অফিসার গুইলবিউ ধারণা করছেন, বুশনেলের মৃত্যুতে শোক জানাতে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ জড় হয়েছিলেন। একজন সাবেক সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা জোসেফাইন গুইলবেউ আনাদোলুকে জানিয়েছেন, তিনি ওহিও থেকে উড়ে এসেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন বুশনেলের মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না। তিনি বলেন, 'তাঁর বার্তাটি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত এবং আমাদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা বুশনেলের মতো অন্যদেরও প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদেরও একই অনুভূতি রয়েছে। আমরা আর কীভাবে গণহত্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি।" তিনি আরো বলেন, "আমরা আমাদের জীবনে এর আগে এমন কিছু দেখিনি এবং আমাদের সরকার আশা করে, আমেরিকান জনগণ পাঁচ মাস ধরে এই গণহত্যা দেখতে থাকবে এবং আমাদের কোনো মানসিক সমস্যা হবে না। অবশ্যই পুরো বিশ্বজুড়ে মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ইন্টারনেটে যাদের অ্যাক্সেস আছে, এমন যে কেউ আধুনিক দিনের গণহত্যা দেখতে পাচ্ছেন।"

ভার্জিনিয়ার আনানডেলের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী জেনি রোজমেরি বলেন, 'বুশনেলের মারাত্মক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চরম কাজ কিন্তু নৈতিক একটি কাজ করেছেন।' তিনি আরো বলেন, 'আমি মনে করি আমাদের সকলের সেই পরিমান সাহসী হওয়ার উচিত। মার্কিন সরকারের অনেক অজ্ঞতা রয়েছে, তারা মানুষের কষ্ট এবং মৃত্যুর সব ভিডিও এড়িয়ে যেতে পারেন না। কিন্তু আমাদের নিজস্ব একজন ছিলেন, যিনি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং আশা করেছিলেন কিছু পরিবর্তন ঘটবে।' এদিকে হামাস মঙ্গলবার বলেছে, 'ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করা মার্কিন বিমানকর্মীর যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ অমর হয়ে থাকবে।' আত্মহত্যার ফুটেজ অনলাইনে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছে এবং হামাস বলেছে, 'এ ঘটনা গাজায় ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রতি আমেরিকান জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের একটি অভিব্যক্তি।'

সৌদিতে ১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বিশাল গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব ১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত বিশাল এক গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে।

সৌদির জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুলআজিজ বিন সালমান রোববার জানান, উপকূলীয় অঞ্চল আরামকোর জুফুরাহ ফিল্ড ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১৫ ট্রিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ২ বিলিয়ন ব্যারেল কনডেনসেট পাওয়া গেছে।

তিনি জানান, নতুন আবিষ্কারের ফলে জুফুরাহ ক্ষেত্রে গ্যাসের মজুত ২২৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট এবং ৭৫ বিলিয়ন ব্যারেল কনডেনসেট নিশ্চিত হয়েছে। জুফুরাহ 'আনকনভেনশনাল' ক্ষেত্রটি সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ঘাওয়ার তেলক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

জুফুরাহর প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ২০৩০ সাল নাগাদ শেল গ্যাসের দিনে উৎপাদন ২ বিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফুট বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই উৎপাদন হতে পারে দিনে ২০০ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফুট। এছাড়া দিনে ৪১৮ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফুট ইথেন এবং ৬৩০,০০০ ব্যারেল গ্যাস লিকুইড এবং কনডেনসেট পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আমি ইহুদিবাদী, ইসরায়েল না থাকলে ইহুদিরা নিরাপদ থাকবে না: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: নিজেকে ইহুদিবাদী হিসেবে আবারো পরিচয় দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, ইসরায়েল যদি না থাকে তাহলে একজন ইহুদিও নিরাপদ থাকবে না। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম এনবিসির 'লেট নাইট উইথ সেথ মেয়ার্স' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সোমবার এমন মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বাইডেন বলেন, ইহুদিবাদী (জায়োনিস্ট) হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়ার দরকার নেই। আমি একজন ইহুদিবাদী। যেখানে ইসরায়েল নেই, সেখানে বিশ্ব একজন ইহুদিও নিরাপদ নয়। তিনি আরো বলেন, কিন্তু এখানে একটি বিষয় আছে। তাদেরকে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে, যারা হামাসের হাতে গুটির মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এ বিষয়ে একটি প্রক্রিয়া চলছে। আমি মনে করি যদি আমরা সেই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিটি পাই, তাহলে আমরা এমন একটি দিকে যেতে সক্ষম হব যেখানে আমরা গতিশীল পরিবর্তন করতে পারি। ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রয়োজন। রাফাহতে সম্ভাব্য ইসরায়েলি অভিযানের বিষয়ে বাইডেন বলেন, ইসরায়েলিরা আমার কাছে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা সেখানে যাওয়ার আগে রাফাহ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে নিতে তারা সক্ষম হবে এবং এরপর হামাসের অবশিষ্ট অংশগুলোকে খুঁজে বের করবে। বাইডেন পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, গাজায় অনেক নিরীহ মানুষ নিহত হচ্ছে। ইসরায়েলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর অপ্রতিরোধ্য সমর্থন রয়েছে উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, ইসরায়েল সরকারে বেন গভিরের মতো অতি রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ যদি এটি (গাজায় নিরীহ মানুষ নিহত) বজায় রাখে তাহলে তারা বিশ্বজুড়ে সমর্থন হারাবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, জিম্মি-মুক্তির চুক্তি হলে রমজানের মুসলিম রোজার মাসে ইসরায়েল গাজায় তাদের যুদ্ধ বন্ধ করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাশিয়া ও চিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পশ্চিমা বিশ্ব: ডেনমার্ক

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়া ও চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন। এই নির্ভরশীলতার মাধ্যমে নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করা হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। সম্প্রতি ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি।

সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ইউরোপের এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রাশিয়া ও চীনের ওপর পশ্চিমাদের নির্ভর করা উচিত নয়। মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়া এবং চীনের মতো দেশের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করেছে।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা খুব সাদাসিধা কাজ করেছি এবং বিশ্বের পশ্চিম অংশে আমরা ধনী হওয়ার দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিয়েছি। এতে করে আমরা এমন দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি করেছি যাদের ওপর আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়। যেমন রাশিয়া থেকে গ্যাস এবং চীন থেকে নতুন প্রযুক্তি নিয়েছে পশ্চিমারা।

ফ্রেডরিকসেন বলেন, এই সময়টাতে পশ্চিমা সরকারগুলোকে নিরাপত্তার বিষয়ে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কারণ সাধারণভাবে আমরা গত ৩০ বছরে আমাদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারিনি। তিনি সতর্ক করে বলেন, রাশিয়ার আগামী বছরগুলোতে কোনও একটি ন্যাটো দেশকে আক্রমণ বা চ্যালেঞ্জ করার সম্ভাবনা রয়েছে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যাটোর অধীনে যথাযথ প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নেয়া হয়।

তার কথায় তারা এখন রাশিয়ায় একটি যুদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তুলছে এবং কয়েক বছরের মধ্যে তারা একটি ন্যাটো দেশকে আক্রমণ করতে বা চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হবে যদি আমরা প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা করতে না পারি এবং যদি আমরা ন্যাটোতে ঐক্যবদ্ধ না হই।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৫ মি.

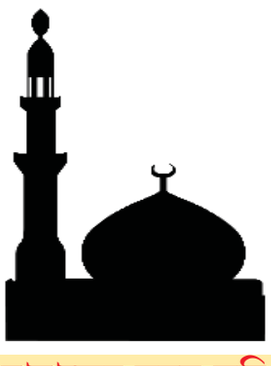

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৭	৫.৫৮
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৪.০২	
মাগরিব	৫.৪৫	
এশা	৬.৫৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

সৌদিতে একদিনে সাতজনের শিরশ্ছেদ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগে একদিনে সাতজনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। মঙ্গলবার শিরশ্ছেদের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই। ২০২২ সালে একবার দেশটিতে একদিনে ৮১ জনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। ওইদিনের পর আজই আবার একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

মিয়ানমারের কাওলিন শহর পুড়িয়ে দিল জান্তা বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে কাওলিন শহর পুনরুদ্ধার করার পর পুরো শহরটি পুড়িয়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন জান্তা বাহিনী। স্থানীয়রা জানিয়েছে, সপ্তাহ দুয়েক আগে শহরটি পুনর্দখল করে নেয় জান্তা বাহিনী। পরে শহরটির প্রায় ৮০ শতাংশই জ্বালিয়ে দেয় তারা।

মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সাগাইং অঞ্চলের কাওলিন শহরটি গত ৬ নভেম্বর জান্তার হাতছাড়া হয়েছিল। সেটির পুনর্দখল নিয়ে পরবর্তীতে সেখানে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) ও জান্তার সেনাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জান্তার সেনারা শহরটি পুনরায় দখল করে।

কাউলিন শহরের পিডিএফ বাহিনীর এক সদস্য ইরাবতীকে বলেছেন, কাওলিন শহরের মোট ওয়ার্ড আটটি। দখলের পর প্রতিটি ওয়ার্ডেই জ্বালাও-পোড়াও চালিয়েছে জান্তার সেনারা। মূল শহরের বাইরে অন্তত ১০টি গ্রামেও হামলা চালানো হয়েছে।

একটি ড্রোন থেকে তোলা একটি ছবিতে দেখা গেছে, কাওলিন শহরের প্রায় সব বাড়ি পুড়ে গেছে। কাউলিন দখল করার পর থেকে শহরের বড় বড় দালানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে জান্তা বাহিনী এবং তাদের দৃষ্টির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন সব স্থাপনা তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাওলিনে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের বসবাস। দুই পক্ষের সংঘাতে তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি হলে লোহিত সাগরে হামলা বন্ধ হবে: হুথি

আপনজন ডেস্ক: গাজ উপত্যকায় ইসরায়েলের ভয়াবহ গণহত্যার প্রতিবাদে গত নভেম্বর মাস থেকে ইসরায়েলি মালিকানাধীন ও ইসরাইলগামী বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা করে আসছে ইয়েমেন।

এরপর গতমাসে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী হুথিদের অবস্থানে বিমান হামলা শুরু করার পর থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশ জাহাজগুলোতেও হামলা শুরু করে সানা।

মঙ্গলবার আব্দুস-সালামের কাছে জানতে চাওয়া হয়, গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলে লোহিত সাগরে তাদের হামলা বন্ধ হবে কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, গাজার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে সেখানে অবাধে মানবিক ত্রাণ পৌঁছাতে দিলে আমরা হামলা বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করব।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৭০,০০০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ইয়েমেনে হুথি আনসারুল্লাহ আন্দোলন এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, গাজা গণহত্যায় ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করেনি- এমন কোনো দেশের জাহাজে তারা হামলা চালাবে না। কিন্তু তারপরও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি জাহাজ চলাচলকারী প্রতিষ্ঠান লোহিত সাগর দিয়ে তাদের জাহাজ চালানো পুরোপুরি বন্ধ রেখেছে।

ফিলিস্তিনিদের অনাহারে মারতে চায় ইসরায়েল: জাতিসংঘের বিশেষ দূত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে বলে অভিযোগ করেছে জাতিসংঘের বিশেষ রযাপোর্টিয়ার মাইকেল ফাখরি। তিনি বলেন, এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ইসরায়েলকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার দায়ে জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে এ তথ্য বলেছেন তিনি।

ফাখরি বলেন, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজাবাসীদের খাবার সরবরাহ নষ্ট করছে এবং অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে খাদ্য সহায়তা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। দেশটি গত বছরের অক্টোবরে শুরু হওয়া সংঘাতের একদম শুরু থেকেই এমনটা করছে। তাদের এই ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিককে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা যুদ্ধাপরাধ।

তিনি বলেন, মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত রোম চুক্তি অনুসারে এই বাধা দেয়া যুদ্ধাপরাধ। ওই চুক্তিতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রাণ সরবরাহে বাধা প্রদানসহ তা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য রসদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যুদ্ধাপরাধের শামিল। সুতরাং ইসরায়েল যা করছে তা স্পষ্টতই যুদ্ধাপরাধ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৫৮ সংখ্যা, ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৮ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

শিশুদের নিরাপত্তা

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই হইবে দেশ গড়ার কারিগর। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। তাহারা দেশ ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে, উন্নত করিবে শির বিশ্বদরবারে। এই সকল শিশুর বিচরণপক্ষত্র হইতেছে মাতৃক্রোড়, উন্মুক্ত প্রান্তর, শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও বহু শিশু তাহাদের শৈশব হারাইতেছে। সহিংসতার শিকার হইতেছে। অকালে ঝরিয়া যাইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি। প্রজাপতি যেমন তাহাদের সুন্দর শরীর ও মন দিয়া ফুলবনের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, তেমনি শিশুরাও তাহাদের সুন্দর মন ও অমলিন হাসি দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ধন করে।' অথচ দেশব্যাপী এই সকল নিষ্পাপ শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হইয়াছে। যাহার বিপরীতে মামলা হইয়াছে ৪ হাজার ৬৭৫টি; কিন্তু সাজা পাইয়াছে মাত্র ২৪ জন অপরাধী। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্ষণের শিকার হইয়াছে ৩ হাজার ৫৯৬ জন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছে ৫৮০ জন। এই উপাত্ত শুধু গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মানে, প্রকৃত সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক অধিক। মানুষের বিবেকবোধ কতটা লোপ পাইলে, সামাজিক অবক্ষয় কতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করিলে তাহারা শিশু হত্যার মতো এমন গর্হিত কাজ করিতে পারে তাহা ধারণার বাহিরে। ভাবিতেও অবাক লাগে, মানুষ এখন কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে!

শিশুদের প্রতি সহিংসতা বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে, যাহা খুবই উদ্বেগজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা চরিতার্থ, জায়গাজমি বা সম্পত্তি লইয়া শত্রুতা বা বিরোধ, মুক্তিপণ ও স্বার্থ আদায়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, পিতা-মাতার সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মানসিক বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি কারণে শিশুদের উত্পীড়ন, বলাত্কার ও হত্যা করা হইতেছে। শিশুদের প্রতি এমন সহিংসতা খুবই মর্মান্তিক, যাহা তাহাদের পরিবারকে যেমন বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করে, তেমনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। পত্রিকার পাতায় শিশুদের প্রতি সহিংসতার যেই সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হইতেছে, তাহা দেখিলে বাক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সন্তানহারা পিতা-মাতার কান্না আর আর্তনাদ দেখিয়া চোখের পানি আটকাইয়া রাখা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বেশ কিছু আইন রহিয়াছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। অনেক সময় অপরাধীরা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় আইনি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি পায় না। আইনের ম্যারপ্যাঁচ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও অনেক সময় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার না করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইবে। দেশকে শিশুর নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ লইতে হইবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার মাধ্যমে দেশকে শিশুবান্ধব হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীদের ভয়াবহ দানবীয়তা শেষ হইয়া তাহাদের হৃদয়ে মনুষত্বের জাগরণ এবং শুভবুদ্ধির উদয় হউক—ইহাই দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাম্য।

সিংহ-সিংহীর নাম নিয়েও যখন ধর্মীয় রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে চিড়িয়াখানা কাম বন্য প্রাণী সংরক্ষণাগারের এক জোড়া সিংহ-সিংহীর নাম নিয়ে ঘটেছে মহাবিপত্তি। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে আদালতে। আদালতও বলেছেন, নাম বদলে দেওয়া যায় কি না, সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে সিংহটির নাম আকবর ও সিংহীর নাম সীতা। শুনানিতে নাম বদলের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবী সীতার নামে সিংহীর নাম রাখার ব্যাপারে অভিযোগ জানান। সিংহ আকবরের সঙ্গে তার বসবাস নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। যদিও এই সেদিনও সীতা বেঙ্গল সাফারি পার্কে আকবরের সঙ্গেই ছিল। আকবরের সঙ্গে সীতার এই বসবাসকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভের সূত্রপাত। পুরো ঘটনার আদ্যোপান্ত চলুন জেনে নেওয়া যাক। লিখেছেন **সারাহ শামীম**।

পশ্চিমবঙ্গে চিড়িয়াখানা কাম বন্য প্রাণী সংরক্ষণাগারের এক জোড়া সিংহ-সিংহীর নাম নিয়ে ঘটেছে মহাবিপত্তি। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে আদালতে। আদালতও বলেছেন, নাম বদলে দেওয়া যায় কি না, সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে সিংহটির নাম আকবর ও সিংহীর নাম সীতা।

শুনানিতে নাম বদলের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবী সীতার নামে সিংহীর নাম রাখার ব্যাপারে অভিযোগ জানান। সিংহ আকবরের সঙ্গে তার বসবাস নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। যদিও এই সেদিনও সীতা বেঙ্গল সাফারি পার্কে আকবরের সঙ্গেই ছিল। আকবরের সঙ্গে সীতার এই বসবাসকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভের সূত্রপাত। পুরো ঘটনার আদ্যোপান্ত চলুন জেনে নেওয়া যাক।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন সিংহের নামকরণ নিয়ে আদালতে পিটিশন দিল?

সিংহটির নামকরণ করা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর মোগল শাসক আকবরের নামে। তিনি বহুকাল ধরে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। তাঁর একজন স্ত্রী ও সভাসদদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু মোগল শাসকেরা, যাঁরা বহু বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে ঘৃণার পাত্র।

ভিএইচপির কর্মকর্তা অনুপ মণ্ডল গত রোববার বলেন, সীতা কিছুতেই মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে থাকতে পারেন না।

ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তারা বলছে, সারা দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে আঘাত লেগেছে বলে তারা জানতে পেরেছে। কারণ, সিংহীর এহেন নামকরণ 'ব্লাসফেমি'র নামান্তর। আদালতের পিটিশনটি লিখেছেন ভিএইচপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসাল।

পাশের বিজেপি শাসিত রাজ্য ত্রিপুরার সিপাহিজালা জুলজিক্যাল পার্ক পশ্চিমবঙ্গকে সিংহগুলো উপহার দেয়। ভিএইচপির অভিযোগ, সিংহ আকবরের নাম আগে ছিল রাম। রাম হিন্দুদের দেবী সীতার স্বামী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ সিংহটি হাতে পাওয়ার পর নাম বদলে রেখেছে আকবর।

উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। দলটি বিজেপির চরম বিরোধী বলে খ্যাত। তবে পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, সিংহ দুটি ত্রিপুরা থেকে নামসহই এসেছে।

মেনন জনমানসে কীভাবে ইসলামবিদ্বেষী রসিকতা প্রভাব রাখছে, সে সম্পর্কে গবেষণা করেছেন ও লিখেছেন। তিনি বলেন, আকবর ও সীতাকে নিয়ে যা চলছে, তা হলো হিন্দুত্ববাদী প্রপাগান্ডা। হিন্দুত্ববাদীরা নিয়মিত এটা-সেটা নিয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং এই ক্ষোভ জিইয়ে রাখেন।

পিটিশনটি জমা দেওয়ার পর সিংহ ও সিংহী দুটিকে আলাদা করে অন্যত্র রাখা হয়। উদ্দেশ্য 'মুসলিম' সিংহটি যেন 'হিন্দু' সিংহীর সঙ্গে বসবাস করতে না পারে।

এমএফ নরওয়েজিয়ান স্কুল অব থিওলজি, রেলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটির কালচার স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক মৌমিতা সেন বলেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! এটাও এখন মামলার বিষয়! আমার কাছে এটা একটা বিপৎসংকেত।'

সেন বলেন, বিপদ হলো, আদালতে একটা নজির তৈরি হলো। তিনি অতীতে অতি সাধারণ ইস্যুতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া ও প্রাণহানির মতো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ঘটনার কথাও মনে করিয়ে দেন।

সেন বলেন, একটা সাধারণ মামলা থেকে এখানে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তার ভিত্তিতে মার্কিন পণ্ডিত ওয়েন্ডি ডনিগার 'দ্য হিন্দুস' নামে একটি বইও লিখেছেন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে সারা দেশে ওই সময় বইটি পোড়ানো হয় এবং বইটি সারা দেশে নিষিদ্ধ হয়।

এখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলো ভাবছে, সিংহীও লাভ জিহাদের শিকার হতে পারে।

> মেনন জনমানসে কীভাবে ইসলামবিদ্বেষী রসিকতা প্রভাব রাখছে, সে সম্পর্কে গবেষণা করেছেন ও লিখেছেন। তিনি বলেন, আকবর ও সীতাকে নিয়ে যা চলছে, তা হলো হিন্দুত্ববাদী প্রপাগান্ডা। হিন্দুত্ববাদীরা নিয়মিত এটা-সেটা নিয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং এই ক্ষোভ জিইয়ে রাখেন।

লাভ জিহাদ কী?

লাভ জিহাদ ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সৃষ্ট একটি ষড়যন্ত্রবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সারকথা হলো, মুসলিম পুরুষেরা ফুঁসলে হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তর করছেন।

২০২১ সালে এই তত্ত্বের উদ্ভব। ওই সময় ভারতের বেশ কটি প্রদেশে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করে আইন করা হয় এবং পুলিশ মুসলিম পুরুষ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দম্পতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করে।

অন্তর্জালে 'আকবর' ও 'সীতা' ভারতীয় সাইবার স্পেসে আকবর ও সীতাকে নিয়ে চর্চা আছে। এক্স ও ইনস্টাগ্রাম মিম ও এআই দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ছবি দিয়ে পুরো বিষয়টি নিয়ে রসিকতা চলছে।

সেন বলেন, 'আমার মনে হয়, আপনি যখন মিম তৈরি করছেন, তখন আপনি একটি ছবি দিয়েই হাজারটা কথা বলতে পারছেন।'

সেন কলকাতার মেয়ে এবং ভারতে ইসলামবিদ্বেষী মিম নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি মনে করেন, মিম রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যম ভাষা ও কিতাবি লেখাপড়ার ধার ধারে না।

এমন একটি মিমে দেখা যাচ্ছে, একদল প্যানথার হিজাব পরে বসে আছে। এই ইমেজ তৈরি হয়েছে 'কেরালা স্টোরি'র কথা মাথায় রেখে। 'কেরালা স্টোরি' নিয়ে ২০২৩ সালে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। সিনেমায় দেখানো হয় যে কেরালার নারীরা হরেদরে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে আইএসআইএলে যুক্ত হন। যদিও নির্মাতারা বলেছিলেন যে সিনেমাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত, আদতে তাঁদের দাবির পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে সামান্যই।

ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সহযোগী সংগঠন মুসলিম ইউথ লিগ হরেদরে ধর্মান্তরকরণ ও আইএসআইএলে যুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রমাণে সাক্ষ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেরালার ১৪টি জেলায় বুথও খোলে। এমন কোনো ঘটনার প্রমাণ দিতে পারলে ১০ মিলিয়ন রুপি পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে তারা।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপর যে ছবি অন্তর্জালে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাতে সিংহ আকবরকে রাজকীয় পোশাকে দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই সীতা। সে-ও রাজসভায় বসা, তবে সিংহী 'সীতা' হিন্দু ধর্মাবলম্বী রানিদের সাজে সজ্জিত।

অপর একটি মিমে দেখা যাচ্ছে মুসলিম সিংহ, হিন্দু সিংহীর সঙ্গে জেলখানায়।

অধিকাংশ মিমই তৈরি করেছেন হিন্দু জাতীয়তাবাদবিরোধী শিল্পীরা। ভিএইচপির কোনো কোনো সমর্থক এই সব মিমের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিক ও ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের পিএইচডি গবেষক প্রতীক্ষা মেনন বলেন, 'এর অর্থ কি রাষ্ট্র এখন ঠিক করে দেবে কোন কোন বিষয়ে হাসিঠাট্টা করা যাবে এবং কোথায় করা যাবে না? রাজনৈতিক ইস্যুতে রসিকতা করা এখন খুবই বিপজ্জনক, বিশেষ করে রসিকতার কারণে যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তাহলে আর কথাই নেই।'

মেনন জনমানসে কীভাবে ইসলামবিদ্বেষী রসিকতা প্রভাব রাখছে, সে সম্পর্কে গবেষণা করেছেন ও লিখেছেন। তিনি বলেন, আকবর ও সীতাকে নিয়ে যা চলছে, তা হলো হিন্দুত্ববাদী প্রপাগান্ডা। হিন্দুত্ববাদীরা নিয়মিত এটা-সেটা নিয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং এই ক্ষোভ জিইয়ে রাখেন।

মেনন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যদি কোনো মতাদর্শের অনুসারী কিংবা দল নিজেদের ভুক্তভোগী বলে দাবি করে, তাহলে নিয়মিত বিরতিতে তাদের নানা দৃষ্টান্ত হাজির করতে হয়।

আকবর ও সীতাকে নিয়ে কী বললেন কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সিংহ দুটির নামকরণ নিয়ে জানতে চান। তিনি বলেন, দেব-দেবী, পৌরাণিক কাহিনির নায়ক-নায়িকা, প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মুক্তিযোদ্ধাদের নামে জন্তু-জানোয়ারের নামকরণ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, শুধু সিংহীকে সীতার নামে নামকরণ করায় সমস্যা তৈরি হয়নি, সিংহের নামও আকবরের নামে দেওয়া উচিত হয়নি। কারণ, আকবর ছিলেন একজন সফল ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তবে নয়াদিল্লি চিড়িয়াখানায় সীতা নামে একটি সাদা সিংহী রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে একটি চিতার নামকরণ করা হয়েছে অগ্নি। পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবী জয়জিৎ চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সিংহ-সিংহীর নাম রাখেনি। বরং এটা ত্রিপুরার চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দোষ। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সিংহ-সিংহীর পুনর্নামকরণের কথা ভাবছে। মামলাটিকে নতুন করে জনস্বার্থে মামলা হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ হলো, আদালত আর এই আবেদনের ওপর শুনানি করবেন না।

সারাহ শামীম পুলিৎজার সেন্টারের রিপোর্টিং ফেলো। প্রতিবেদনটি আল-জাজিরায় প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে বাংলায় অনুবাদ

রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির উপায় কী

এনগায়ার উডস

এমন একটি বছর যাচ্ছে, যখন কিনা বিশ্বের বড় বড় গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন হচ্ছে এবং সে দেশগুলোতে জনসাধারণ যারপরনাই রাজনৈতিক বিভাজনে ভুগছে। সেখানকার জনসাধারণ পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক একটি গবেষণায় হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, 'বিভাজন, বিদ্বেষ ও মগজধোলাইয়ের বিষাক্ত পাঁচন' সমষ্টিগত চেতনা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের নাগরিক মানসিকতাকে শেষ করে দিচ্ছে এবং এটি সরকারের কর্মক্ষমতা নিষ্ক্রিয় হওয়ার পেছনে কাজ করেছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটারের ২০২৩ সালের নথিতে আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এ ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে। ওই প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে একসময় ভোটারদের পছন্দের দলের সদস্যদের প্রতি সাধারণ পক্ষপাত ছিল। বিরোধী শিবিরের প্রতি তাদের নিরপেক্ষতার বোধ ছিল। কিন্তু এখন তারা তাদের প্রতিপক্ষকে ভয় এবং ঘৃণা করে। পতনশীল অর্থনীতি মেরুকরণের ধারাকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। কারণ, অর্থনৈতিক পতনে মানুষ অধিকতর ঝুঁকিবিমুখ হয়ে ওঠে; মন্দা দেখলে তারা তাদের 'নিজেদের গোষ্ঠী'র দিকে বেশি মনোযোগী হয় এবং 'বাইরের গোষ্ঠীর' সঙ্গে কাজ করতে কম ইচ্ছুক হয়।

শুধু তা-ই নয়, আমেরিকানরা এখন ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে প্রেম, বিয়ে, এমনকি পাশাপাশি বসবাসেরও বিরোধী হয়ে উঠছে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্য করার আশঙ্কাও বেড়ে গেছে। একইভাবে তুরস্কে প্রতি দশজনের মধ্যে প্রায় আটজনই চান না তাঁদের মেয়ে এমন কাউকে বিয়ে করুক, যে তাদের সবচেয়ে অপছন্দের দলকে ভোট দিয়ে থাকে।

আশ্চর্যজনকভাবে, মার্কিন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক অভিযোজন এখন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে লোকেরা তাঁদের দলের সঙ্গে একাত্ম হতে নিজের ধর্ম, শ্রেণি এমনকি যৌন আচরণ পর্যন্ত পরিবর্তন করতে চাইছেন।

এডেলম্যান জরিপের ফল বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। তারা বলেছে, ২৮টি দেশের ৩২ হাজার উত্তরদাতার মাত্র ২০ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না, এমন লোকের সঙ্গে কাজ করতে কিংবা প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে রাজি আছেন। ৩২ হাজার উত্তরদাতার মাত্র ৩০ শতাংশ লোক বিরুদ্ধ মতের লোকের বিপদে সাহায্য করতে রাজি আছেন।

যথার্থ গণতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আন্তরিক যোগাযোগ থাকা অনস্বীকার্য। সেই নিরিখে বলা যায়, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা এবং বিরোধী শিবিরের সমর্থকদের চরিত্রহনন গণতন্ত্রের সঙ্গে বেমানান।

ভিন্ন মত-পথের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাবে না। এই প্রবণতা থেকে সরে আসার একটি সূচনাবিন্দু তৈরি করতে ভোটারকে আরও অর্থপূর্ণ উপায়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে 'র‍্যাংকড চয়েস' ভোটিং পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। (এই পদ্ধতিতে ভোটাররা প্রার্থীদের সরাসরি ভোট দিয়ে অনুমোদন কিংবা ভোট না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাঁরা ১, ২, ৩—এ ধরনের র‍্যাঙ্কিং ঘরে টিক দিয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা কোন শ্রেণির সে বিষয়ে রায় দেন।) এতে রাজনীতিকেরা ভোটারদের সম্পর্কে 'হয় আমার দলের নয় অন্যের দলের' গোছের সিদ্ধান্ত নেন না এবং আত্মোন্নয়নে সচেষ্ট হন।

যাঁদের অবস্থা নাজুক, তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর ও স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা বাড়ানোও জরুরি। পরবর্তী পাঁচ বছর নিজের পরিবার নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলা যাবে—এমনটা মনে করা লোকের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে কমে গেছে।

পতনশীল অর্থনীতি মেরুকরণের ধারাকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। কারণ, অর্থনৈতিক পতনে মানুষ অধিকতর ঝুঁকিবিমুখ হয়ে ওঠে; মন্দা দেখলে তারা তাদের 'নিজেদের গোষ্ঠী'র দিকে বেশি মনোযোগী হয় এবং 'বাইরের গোষ্ঠীর' সঙ্গে কাজ করতে কম ইচ্ছুক হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেরুকরণ কমাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাজনীতিবিদরা অনেক সময় তাঁদের প্রতিপক্ষকে (এবং প্রতিপক্ষের সমর্থকদেরও) জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে মেরুকরণে ইন্ধন জোগান।

ফলস্বরূপ, গণতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তি নষ্ট হয়। রাজনীতিবিদেরা বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে উষ্ণ আচরণ করলে তা দেখে লোকেরা কম বিভক্ত হন।

এনগায়ার উডস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লাভাটনিক স্কুল অব গভর্নমেন্টের ডিন

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

প্রথম নজর

ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির সিউড়ির দুটি পঞ্চায়েতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের খটঙ্গা ও কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সভাকক্ষে ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক পৃথক পৃথক ভাবে দুটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার।

ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের পক্ষ থেকে সিউড়ি প্রগ্রেসিভ এন্ড মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় "ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ে" সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটায় ঠকে গেলে কি করনীয়। কিভাবে বুঝতে পারা যাবে যে দোকানদার ঠকিয়ে দিয়েছে। এজন্য কি কি প্রমাণ পত্র, ক্রয় করা দ্রব্যাদির রসিদ বা ক্যাশ মেমো। গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা হয়। কোনো ব্যক্তি ঠকে গেলে তার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক জেলার মধ্যে ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক অফিস রয়েছে। সেখান থেকে বিনামূল্যে সমস্ত রকম আইনি সহযোগিতা করা হয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এদিন সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিসার তথা উপভোক্তা কল্যাণ আধিকারিক বিধু ভূষন সাহা ও অম্লান মুখার্জি, সিউড়ি প্রগ্রেসিভ এন্ড মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সচিব মহম্মদ রফিক,খটঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুপালি দাস, কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বেলা দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নসিপুর রেলব্রিজে অধীরকে কালো পতাকা, গো ব্যাক স্লোগান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী পূর্ব রেলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নসিপুর আজিমগঞ্জ রেলব্রিজ পরিদর্শনে যান বুধবার। ব্রিজে ঢোকার মুখে অধীর কে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেয় বিজেপি। একসময় নিজের গড় হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদের মাটিতেই গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হলো অধীর কে।

রেলব্রিজে ওঠার আগেই বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা অধীর চৌধুরীকে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার সাথে কালো পতাকা দেখাতে থাকে। পাল্টা কংগ্রেস কর্মীরা অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিতে থাকে। ঘটনায় রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হয় নসিপুর রেল ব্রিজের সম্মুখে। সাংবাদিকরা অধীর চৌধুরীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'কোন গরু-ছাগল কি করেছে আমার জানা নেই, আমি এখানে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এসেছিলাম। ১৯৯৯ সাল থেকে লড়াই করেছি, ট্রেন চালিয়ে তবেই ছাড়বো।'

অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষের দাবি, 'এক সময় অধীর বাবু রেল প্রতিমন্ত্রী ছিলেন, তখন ব্রিজ চালু করতে পারলেন না কেন? আর যদি এটা অফিস ট্যুর ছিল, তাহলে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা কেন উপস্থিত ছিল? রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তিনি নসিপুর রেল ব্রিজ পরিদর্শনে এসেছেন'। এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, এ আর খানের লড়াই এর ফসল এই রেলব্রিজ। এখানে রেল ব্রিজের প্রয়োজনীয়তা বুঝে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলব্রিজের অনুমোদন দিয়েছিলেন।'

২৯ শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজ নসিপুর রেল ব্রীজের সিআরএস ইন্সপেকশন হওয়ার কথা, মার্চ মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভবত উদ্বোধন হতে পারে এই রেল ব্রিজ। রেল ব্রিজের উদ্বোধন যত এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক পারদ তত বাড়ছে নসিপুর আজিমগঞ্জ রেলব্রিজকে ঘিরে।

গুপ্ত যুগের মূর্তি উদ্ধার

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: বুধবার ভোরে মঙ্গলকোটের পিণ্ডিরা গ্রামের মাঠ থেকে শতাব্দী প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করলো মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, মূর্তি টি গুপ্ত যুগের বিষ্ণু মূর্তি। এর সাথে বহু পুরাতন এক শিবলিঙ্গও উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণপূর্ব মঙ্গলকোটের ভাল্যগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পিণ্ডিরা গ্রামের এক মন্দির থেকে চুরি গিয়েছিল এই বিষ্ণু মূর্তিটি।এই গ্রামের কাছেই অবস্থান করছে অজয় নদ।মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত উজানিনগর কিংবা বৃটিশ ঐতিহাসিক হান্টারের লেখা বইয়ে মঙ্গলকোটের অতিপ্রাচীন ইতিহাস জানা যায়। মঙ্গলচন্ডীর মন্দির, শিবের নীললোহিত মন্দির রয়েছে অজয় নদের উপকূলে। প্রায়শই নানান মূর্তি উদ্ধার হয় অজয় নদের বালির চর থেকে। বালিঘাটে বালি উত্তোলনে মূর্তি উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে শুট আউট, মন্দিরবাজারে গুলিবিদ্ধ যুবক

আসিফা লস্কর ● মন্দিরবাজার

আপনজন: রাজনৈতিক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ এক যুবক। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত খেলারামপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মন্দির বাজারের খেলারামপুর। এলাকায় রাতভোর রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে চলে বোমা গুলি। সেই গন্ডগোল চলে বুধবার সকাল পর্যন্ত। বুধবার এই রাজনৈতিক গন্ডগোলের জেরে গুলিবিদ্ধ হয় সাইরাজ মোল্লা (২৪) নামে এক যুবক। ওই যুবকের বুকে গুলি লাগে বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে নিয়ে আসা হয় ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আহত ওই যুবকের পরিবারের দাবি গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে ওই এলাকায় দফায় দফায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল ভোট বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। আহত যুবক নির্দল সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের সরগরম মন্দিরবাজারের রাজনীতি। যদিও এই ঘটনা খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় মন্দির বাজার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার জেলা পুলিশের বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করেছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে এলাকায় অশান্ত করার জন্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই গোষ্ঠী কোন্দল চলছে। আজকের এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। যদিও তৃণমূল রে পাল্টা অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই গন্ডগোল করেছে। যদিও এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত মন্দির বাজারের খেলারামপুর এলাকা। কি কারনে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত শুরু করেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ।

বৌদিকে খুনের ঘটনায় দেওর, ননদ, শাশুড়িকে যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: আমগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বিবাদ । আর তার জেরেই এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল বধূর দেওর, ননদ এবং শাশুড়ি । ঘটনার ঠিক এক বছরের মাথায় ৩ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত । ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারী । উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার হাটখোলা গ্রাম । আর এই গ্রামেই বসবাস ছিল বছর ৪৫ বয়সের ফুলমালা কীর্তনীয়ার । স্বামী সমীর কীর্তনীয়া এবং ছেলে সুমন কাজের সূত্রে অন্য রাজ্যে থাকতেননা ফুলমালার দেওর অমর কীর্তনীয়ার সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদ ঘটেছিল ফুলমালাদের সঙ্গে । দুই পরিবারের জমির সীমানার মাঝে একটি আমগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে যে শেষপর্যন্ত একটা জীবন এইভাবে চলে যাবে, তা কোনওভাবেই ভাবতে পারেন নি ফুলমালার পরিবারের সদস্যরা । এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানান, গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯ টা নাগাদ আমগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে ফুলমালার সঙ্গে তাঁর দেওর অমর কীর্তনীয়ার বিবাদ বাধলে সেখানে হাজির হয় ফুলমালার ননদ রাধিকা সরকার কীর্তনীয়া এবং শাশুড়ি সারথী কীর্তনীয়া । এরপর তিনজন মিলে নৃশংসভাবে একটি কুড়ুল দিয়ে ফুলমালাকে একের পর এক কোপ দিয়ে প্রকাশ্যে খুন করে। ঘটনার পর প্রতিবেশীরা এসে তিনজনকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেন । এই ঘটনায় ফুলমালার দেওর, ননদ এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন ফুলমালার ভাই কমল হাওলাদার । ধৃত ৩ জনের মধ্যে কিছুদিন পর হাইকোর্ট থেকে ননদ রাধিকা জামিনে মুক্তি পেলেও দেওর অমর এবং শাশুড়ি সারথীর বনগাঁর ২ নম্বর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে কাষ্টডি ট্রায়াল হয় । মোট ২৫ জন সাক্ষী এবং অন্যান্য তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে ২৩ ফেব্রুয়ারী অভিযুক্ত ৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। অবশেষে খুনের ঘটনার ঠিক এক বছরের মাথায় মঙ্গলবার দুপুরে বিচারক পরেশচন্দ্র কর্মকার দোষী ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন।

লাভপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

আমীরুল ইসলাম ● লাভপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন এলাকায় লোহাগড় গ্রাম ঢোকার মুখে ক্যানেলের পার হতে তাজা বোমা উদ্ধার হল।

এছাড়াও সোমবার লাভপুরের গোপালপুর গ্রাম থেকে তাজা বোমা উদ্ধারের পর বুধবার লাভপুর থানার পুলিশ কার্তুজ -আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাকড়াও করলো এক দুষ্কৃতীকে।

উল্লেখ্য গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুণ্ডুমালিনীতলা থেকে বছর কুড়ির রাহুল সেখ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।ধৃত রাহুল সেখের বাড়ি লাভপুরের ঠাকুরপাড়া গ্রামে। লাভপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক একজন নাম করা অপরাধী, বেশ কয়েক দিন ধরেই ওই ব্যক্তির উপর সন্দেহ ছিল পুলিশের তার পরই লাভপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুণ্ডুমালিনীতলা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে ১রাউণ্ড কার্তুজ ও ১টি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র এলো এবং কেনই বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে, তার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ। বুধবার গ্রেপতার হওয়া ওই ব্যক্তিকে বোলপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত কে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হবে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

বিশ্ব শান্তি কামনায় দোয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হল বসিরহাট ঈসালে সওয়াব

ইসরাফিল বৈদ্য ● বসিরহাট

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও লক্ষাধিক লোকের সমাগমে শেষ হলো বসিরহাট দরবার শরীফের বাৎসরিক ইসালে সওয়াব। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি দীর্ঘ সময় বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম প্রচার ও যুগ সংস্কারক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছে বসিরহাট দরবার শরীফের পীর আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রধান তীর্থভূমি আজমীর শরীফ পরবর্তী ফুরফুরা দরবার শরীফের মতাদর্শে পরিচালিত বসিরহাট সহ বাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে সাহ-সুফিদের মাজার শরীফ। ভক্ত মুরিদদের আগমনে মুখরিত হয়ে ওঠে এই সমস্ত ধর্মীয় স্থান গুলো।প্রতি বছর বাংলা ১৩,১৪ ও ১৫ ফাল্গুন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা উপস্থিত হয় বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবারে। এবছর ৭৯ তম ঈসালে সওয়াব ও মাহফিলের শেষ দিন বাংলার খ্যাতনামা আলেম-ওলামাদের বক্তব্যের ধ্বনিত হয় শান্তি, সম্প্রীতির বার্তা। বর্তমান সময়ে দেশে যে চরম অরজগতা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য উপস্থিত ইসলামদরদী ভাই বোনেদের আরো বেশি ধৈর্যশীল ও শান্তিপূর্ণ আচরণ করার আহ্বান জানানো হয় দরবার শরীফের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা দরবার শরীফের পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ ওমর সিদ্দিকী,বাংলাদেশী বক্তা কপিলুদ্দিন,আবুবক্কার সাহেব, বসিরহাট দরবার শরীফের শরিফুল আমিন, মনিরুল আমিন, নূরুল আমিন,সিরাজুল আমিন,খোবায়ের আমিন,সাহাদ বিন আমিন প্রমুখ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ উপস্থিত ভক্ত মুরিদানদের সম্প্রীতির বার্তা বজায় রেখে সকলের পারস্পারিক সহযোগিতায় দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করেন।

ফরাক্কার প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারা গঠন করল গোটা মন্ত্রিসভা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: লোকসভার আগেই প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, শিক্ষা ও পরিবেশ মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহন। কড়া ছাত্র-পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হলেন মৈত্রী পাল। গঠিত হলো মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী পরিষদ ও স্থায়ী সমিতি। কি অবাক হচ্ছেন, এটা দেশের লোকসভা নির্বাচন নয়। এটা মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া -২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮৮ নং রামনগর সৃষ্টিধর পাঁচকড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গঠন করা হলো শিশু সংসদ। ১২০ জন ছাত্র ছাত্রী উৎসবের মেজাজে ভোট দানে সামিল হয়েছে গঠন করা স্কুলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সভা। ভোটগ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছেন স্কুলেরই ছাত্রী মৈত্রী পাল। পাশাপাশি খাদ্যমন্ত্রী রাজ সরকার, শিক্ষা ও পরিবেশ মন্ত্রী বিকি চৌধুরী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী রঙ্গন মন্ডল এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়েছেন সায়ন্তিকা ভাস্কর। দেশের নির্বাচন, ভোট গণনা, ভোট প্রক্রিয়া, মন্ত্রিসভা গঠন, সংসদ পরিচালনা সহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা এবং জ্ঞান বিতরণ করতেই অভিনব উদ্যোগে ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া -২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮৮ নং রামনগর সৃষ্টিধর পাঁচকড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদের আয়োজন করা হয়। এই শিশু সংসদে অধ্যক্ষ হয়েছেন স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক মীর নাজির আলী।

প্রধান শিক্ষক জানান, শিশু সংসদ ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কড়া ছাত্র পুলিশে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী গঠনের জন্য ভোট দেন। তাদের ভোটেই নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী। খুব দ্রুত নতুন মন্ত্রিসভা স্কুলে কাজ শুরু করবেন বলেও জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক।সাধারণ মানুষ। প্রশাসন অবিলম্বে এর ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক।

কালিয়াচকে পথশ্রী প্রকল্পে ২১টি রাস্তার উদ্বোধনে মন্ত্রী সাবিনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে কালিয়াচক ১ ব্লকে ২১ টি রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। বুধবার বিকেলে কালিয়াচক ১ ব্লকের জালালপুর কলোনি মোড়ে একটি আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের ২১ টি রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত , পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, পথশ্রী প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে কালিয়াচক ১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার মোট ২১ টি রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এই পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী বর্ষার মরশুমের আগেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার বেহাল রাস্তাগুলির কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলায় এখন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ।

স্টেশনে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রেল হকারদের উচ্ছেদ বন্ধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বুধবার বেলায় জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করলো সুন্দরবন জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের হকার ইউনিয়নের সদস্যরা।এদিন ৫ শতাধিক হকার এই মিছিলে অংশ নেন।

জয়নগর মজিলপুরের দুটি প্ল্যাটফর্মে মিছিল সহকারে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।এর পরে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে এই বিষয়ে প্রতিবাদ সভা করা হয় ।এ ব্যাপারে সুন্দরবন জেলা তৃনমূল হকার ইউনিয়নের সভাপতি বিকাশ মজুমদার বলেন, জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকারি করে, ছোট খাটো দোকান দিয়ে সংসার চালায় বহু মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি আমরা জানতে পারি জয়নগর মজিলপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে হকার উচ্চেদ করা হবে। তাই আমরা চাই হকার উচ্চেদ করলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তবে উচ্চেদ করতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাথরের লরির সাথে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় পাথর বোঝায় লরির সাথে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হয় বেশ কয়েকজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এছাড়াও একাধিক বাস যাত্রী। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ একাধিক বাস যাত্রী।প্রত্যেককেই উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।খোয়া বোঝাই লরির সাথে যাত্রী বোঝাই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়,ঘটনাস্থলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসটি, এছাড়াও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজলিতে পড়ে যায় খোয়া বোঝায় লরিটি।বুধবার দুপুরে শান্তিপুর পাঁচপোতা সংলগ্ন জাতীয় সড়কের।জানা যায় বাসটি কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল,আর পাথর বোঝায় লরিটি রানাঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। দুটি গাড়ি একই রোডে যাতায়াত কড়াই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের।যদিও ঘটনাস্থলে স্থানীয় মানুষ ছুটে গিয়ে বাসের ভেতর থেকে একের পর এক আহতদের উদ্ধার করে।খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এছাড়াও ছুটে আছে রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা, এরপর ক্রেনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। অন্যদিকে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার ঘটনায় কারোর মৃত্যু না ঘটলেও চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ এলাকার মানুষের।

উপকূলবর্তীতে রেডিও তরঙ্গের পরিবর্তন

বাবলু প্রামানিক ● নামখানা

আপনজন: শীতকাল প্রায় শেষ, গরম পড়তে শুরু করেছে সবে। পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়ার। এই পরিস্থিতিতে উপকূল এলাকার রেডিও তরঙ্গের পরিবর্তন এসেছে। রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমস্যা হচ্ছে।

এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ হেনরি আইল্যান্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই সমস্যা সমাধানে রিপিটার বসিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই রিপিটারের সাহায্যে ৪ টে জেলায় কাজ চলছে, আরও ৬ টি জেলায় পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই রিপিটার বসানো হয়েছে পানিহাটি পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে। সেখান থেকে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হচ্ছে। যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম। এছাড়াও সিগন্যাল এক্সচেঞ্জ করা হয়েছে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ডের মাধ্যমে।

গাজা সহ দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গাজা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানার পুলিশ। বুধবার সাগরদিঘী থানা মোড়গ্রাম এলাকায় এসওজি এবং সাগরদিঘী থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ১৭ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম নিখিল সরকার(৫৪) এবং শেখর দাস(২৪)।

দাওয়াত الدعوة

- মুত্তাকিরাই আল্লাহর বন্ধু
- স্ত্রীর সঙ্গে ইবাদত ও আমলের অনুশীলন
- অন্যকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতার সওয়াব
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

মুত্তাকিরাই আল্লাহর বন্ধু

নাজমুল হুদা

বন্ধুত্ব কামনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সুখে-দুখে সবাই বন্ধু খোঁজে আর আল্লাহ তায়ালাই মু'মিন-মুত্তাকিদের প্রকৃত বন্ধু।

আল্লাহ তায়ালা কেবল মু'মিনদের ভালোবেসে ক্ষান্ত নন; তার প্রিয় বান্দাদের দুনিয়া ও আখেরাতে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি-পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।' (হুজুরাত-১৩)

আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে কায়েম করার লক্ষ্যে মুত্তাকিরাই অগ্রগামী। মুসলমানদের মধ্যে সংহতি হচ্ছে বিজয়ের সোপান; তাই ঐক্যের বিকল্প নেই।

রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, 'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি মু'মিনদের দেখবে একটি দেহের মতো। যদি দেহের কোনো একটি অংশ আহত হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংশও তা অনুভব করে।' (বুখারি ও মুসলিম)।

মুসলমানের বিজয়ের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাম্য। কিন্তু মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ইবলিস সতত সচেষ্ট এই ঐক্য ভাঙার প্রয়াসে। তাই নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা পথ বাতলে দিয়েছেন।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে ও সে (নিজে) নেক কাজ করে এবং বলে আমি তো মুসলমানদের একজন।'

'(হে নবী) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো, তাহলে (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'আর এ (বিষয়টি) শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং (এসব) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।' (ফুসসিলাত-৩৩, ৩৪, ৩৫)

সমাজের নানা অসঙ্গতি ও জালেমের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ মু'মিনদের সান্ত্বনা ও সাহস জোগান স্বয়ং রাহমানির রাহিম আল্লাহ তায়ালা। কুরআনুল কারিমে তিনি বলেন, 'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। (আলে-ইমরান-১৩৯)

হাজারো নেক আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিধান বান্দাদেরকে দিয়েছেন, যার পুরস্কার অতি মূল্যবান আর তা হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সা.- কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'সময় মতো সালাত আদায় করা।' আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন, 'অতঃপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা।' আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' (বুখারি-২৭৮২)

যারা দুনিয়ার কোনো কিছুকে ভয় না করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা সেসব মুত্তাকির উদ্দেশে বলেছেন, 'জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (তারা হচ্ছে ওই সব ব্যক্তি) যারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।' (ইউনুস-৬২, ৬৩)

দুনিয়ার জমিনে কষ্টসহিষ্ণু মু'মিনের জীবন; ফলে এর বিপরীতে রয়েছে রাহমানির রাহিমের তরফ থেকে মহা পুরস্কার।

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও তাদের মাল; এর বিনিময় এই যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনো হত্যা করে এবং কখনো নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহর চেয়ে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সে সওদার জন্য, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর তা হলো বিরাট সাফল্য। (আত-তাওবাহ-১১১)

মনে রাখতে হবে, বিজয়ের পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আল্লাহর রাস্তায় জানমাল ব্যয় না করে কখনো কামিয়াবি অর্জন করা সম্ভব নয়। সিরাতুল মুস্তাকিম হাসিল করতে হলে শুধু ঘাম ঝরানোই নয়, জিহাদের ময়দানে তপ্ত রক্তও দিতে হয়।

তাই তো মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে আহ্বান জানিয়েছেন- 'ওহে যারা ঈমান এনেছ? আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দেবো না, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়েও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহখাতা এবং দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার পাদদেশে নহরগুলো এবং এমন মনোরম গৃহ যা রয়েছে অনন্তকাল জীবন যাপনের জন্য। এটাই মহা সাফল্য।' (আস সফ-১০-১২)

আল্লাহর রাস্তায় চলতে গিয়ে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়; কিন্তু মু'মিন কখনো হতাশ হয় না। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনায় তারা তাঁর ওপরেই ভরসা করে সামনে এগিয়ে চলে।

আনাস ইবনু মালিক রা: থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকেল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। (বুখারি-২৭৯২)

অবশ্য যে ব্যক্তি (আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকি লোকদের খুব ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান : ৭৬)

আত্মশুদ্ধির পথেই গড়ে উঠবে বিশ্বশান্তি

এম ওয়াহেদুর রহমান

রমযান মাসে ধরার বুকে- এসেছে পবিত্র কুরআন,
মানব জীবনে এনেছে- আত্মশুদ্ধির পয়গাম ।

সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের নিকট শান্তি, সংযম, নেয়ামত, বরকত , মাগফিরাত ও নাজাতের মাস হলো পবিত্র মাহে রমজান । রমযান শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে " রময " থেকে, যার আভিধানিক অর্থ হলো আগুনে তাপানো । এই মাসেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তাই তিনি সূরা বাকারায় ঘোষণা করেছেন ' এই হলো সেই রমযান মাস যখন পবিত্র কুরআনকে সমগ্র মানব জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে ।' এমনকি মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও বলেছেন ' মুসলমানদের জন্য রমযানের চেয়ে উত্তম নেই এবং মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে নিকৃষ্ট মাস নেই ।' রমযান মাস শুধু একটি মাসের নাম নয় , এটি একটি আত্মশুদ্ধি তথা আত্মোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাস ।

পাশাপাশি আত্মসমালোচনার ও একটি অনন্য প্রশিক্ষণ হলো রমযান মাস । ভাতৃত্বপূর্ণ একটি সুন্দর সমাজ গঠনের বড় উপাদান হলো রমযান মাস।

মুসলিম উম্মাহর সকল মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় রমযান মাস। রমযান মাসেই বিশ্বজাহানের মাঝে পালিত হয় রোযা । এই রোযাই মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবনের প্রশিক্ষণ দেয় । রমযান মাসের রোযা সংযম ও আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশনা করে । ফলে সমাজে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের বিকাশ ঘটে । গোটা মুসলিম সমাজ ভাতৃত্বপূর্ণ সমাজে রূপ নেয় । রোযাকে কুরআনে 'সওম' বলা হয়েছে , যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়তের সঙ্গে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান ,আহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকাই হলো রোযা । রোযা একটি বিশেষ এবাদত । যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে স্মরণ করা এই ' রোযা মানুষের ঢাল ' ।

রোযা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মানুষ রোযার মাধ্যমে তার কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রোযা দারিদ্র্যের ক্ষুধার যন্ত্রনার স্বরুপ উপলব্ধি করায় । রোযা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রমযান মাসের পরিসমাপ্তিই বহন করে নিয়ে আসে ঈদুল ফিতরের বার্তা । ঈদুল ফিতর নিছকই আনন্দোৎসবের দিন নয় । এই দিনে মনুষ্য সমাজ কেবলমাত্র উৎসব পালনে আত্মনিয়োগ করে না বরং অধিকাংশই দু:স্থ ও দারিদ্রের মাঝে আনন্দের ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রীতি ও বন্ধন। রমযান , রোযা ও ঈদুল ফিতর বিশ্বজুড়ে বহন করে নিয়ে আসে শান্তির পয়গাম । রমযান মাসের রোযা দূর করে দেয় মানব জাতির মধ্যে মধ্যে জমে থাকা সকল ভেদাভেদ, মুছে দেয় একে অপরের মন থেকে সকল দুঃক্ষ - অভিমান । আসলে দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যায় হিংসা ও বিদ্বেষ । সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যায় অহংকার, অহমিকা, ক্রোধ, ঘৃণা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা। যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে মানুষের মন হয়ে যায় পবিত্র । মনের গহীনে সৃষ্টি হয় নির্মল আনন্দ । রোযা মানুষের মন থেকে হিংসা ও বিদ্বেষ মুছে দিয়ে গড়ে তুলে মনুষ্যত্বের ভীত, শান্তির নীড়। রোযার মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকার কলহের অবসান ঘটিয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের মধ্যে নিয়ে আসে ঐক্য । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আত্মসমালোচনায় বিভোর না হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয় , যা শান্তির সোপানে পরিগণিত হয়। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষের মন ও ঈমান - আকীদা আগুনে পুড়ে পুড়ে নিখাদ হয়ে যায়। মানুষেরা আত্মশুদ্ধির পথে ধাবিত হয়।

রমযানের রোযার মাধ্যমে মনুষ্য সমাজ যেমন নিজের জীবনকে শুদ্ধ করণ করে নেয়, ঠিক তেমনি করেই তিলে তিলে গড়ে তুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। মানুষ তার জীবনকে আড়ম্বরহীন করে তুলে । রমযান মাসের রোযার মাধ্যমেই মানুষের মনের গহীনে সৃষ্টি হয় ঐক্য, সংহতি ও শান্তি। আর এই ঐক্য ও সংহতিরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে বিশ্বশান্তি।

অন্যকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতার সওয়াব

হেদায়াতুল্লাহ

মানুষ পরনির্ভরশীল জাতি। কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ছোট-বড় বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের সহযোগিতা নিয়ে চলে। ধনী-গরিব কেউ বাদ যায় না এসব প্রয়োজন থেকে।

এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো ঋণ। মানুষ কখনো সংকটে কিংবা প্রয়োজনে কারো থেকে ঋণ নেয়। ঋণদাতা নিঃস্বার্থভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। এর মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ্যের চিত্র ফুটে উঠে। সুন্দর সম্পর্কের উন্নতি হয়। এ ছাড়া ঋণ দেওয়ার আরো অনেক ফজিলত আছে। হাদিসে একে সদকার সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি মর্যাদাপূর্ণ বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক ঋণ সদকাস্বরূপ।

' (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩২৮৫)

কিন্তু আমাদের সমাজে একটি সমস্যা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। তাহলো ঋণ আদায়ে মানুষের গড়িমসি করা। সঠিক সময়ে তারা ঋণ পরিশোধ করে না। এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ। বিপদের সময় ঋণদাতার এমন উপকারের বদলায় তার উপকার তো দূরের কথা, অধিকারটাই দেওয়া হচ্ছে না।

হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোর ধমকি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে, তাকে অপমান ও শাস্তি উভয়টিই দেওয়া আমার জন্য হালাল।' (নাসায়ি : ৪৬৯০, আবু দাউদ : ৩৬২৮)

অনেক সময় দেখা যায়, ঋণী ব্যক্তির কাছে পর্যাপ্ত টাকা আছে। সে চাইলে সময়মতো তা পরিশোধও করতে পারে। কোনো বাধা নেই তার। তবু সে টালবাহানা করে। একটু দেরিতে দিতে পারলে যেন জিতে যায়। এতে যে তার কত বড় গুনাহ হচ্ছে সে খবর রাখে না। আজকাল এটা কিছু মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এটাকে কখনো ভালো গুণ বলা যায় না। এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'সচ্ছল ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করা অন্যায়।' (বুখারি : ২৪০০)

কিছু মানুষ আছে, এরা মূলত ঋণের নামে মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়। পরে আর কখনোই এরা পাওনা টাকা ফিরিয়ে দেয় না। অথচ এই টাকা ভোগ করা তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম। এটা বান্দার হক। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও তার এই গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশে কসম করবে, সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।' (বুখারি : ২৬৭৩)

ঋণ মূলত একটি বোঝা

ঋণ নেওয়ার পর থেকেই ঋণী ব্যক্তির ওপর একটি মহা দায়িত্ব চেপে যায় ঋণ পরিশোধ করার। মহানবী (সা.) সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করতেন। কখনো ঋণ নিলে তা পরিশোধের সময় কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। জাবের (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। পরে যখন তা পরিশোধ করলেন, তখন আমার পাওনার চেয়েও বাড়িয়ে দিলেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৩৪৯)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এই অতিরিক্ত দান হতে হবে সম্পূর্ণ ঋণগ্রহীতার ইচ্ছায়। ঋণদাতা এ ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি বা শর্তারোপ করতে পারবে না। তবেই এটা জায়েজ হবে, অন্যথায় তা হবে সুদের অন্তর্ভুক্ত। আর সুদের শাস্তি ও ভয়াবহতা খুবই মারাত্মক।

আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর একত্ববাদ, মর্যাদা ও গুণের বর্ণনা

ফেরদৌস ফয়সাল

হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজ শেষে আয়াতুল কুরসি পড়েন, তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না। হজরত আবু জর জুনদুব ইবনে জানাদাহ (রা.) রাসুলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে? রাসুল (সা.) বলেছিলেন, আয়াতুল কুরসি।

সুরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি নামে পরিচিত। এটি কোরআন শরিফের প্রসিদ্ধ আয়াত। পুরো আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ, মর্যাদা ও গুণের বর্ণনা থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মধ্যে অনেক ফজিলত রেখেছেন। এটি পাঠ করলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়।

আয়াতুল কুরসির বাংলা উচ্চারণ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম। লা তা খুজুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস সামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ। মান জাল্লাজি ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইজনিহি, ইয়া লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউ হিতুনা বিশাই ইম মিন ইল মিহি ইল্লা বিমা শা আ, ওয়াসিয়া কুরসি ইউহুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলি ইয়ুল আজিম।

আয়াতুল কুরসির বাংলা অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে, সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসি (সিংহাসন) সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

আয়াতুল কুরসিতে মোট ৯টি বাক্য আছে প্রথম বাক্যের সঙ্গে নবম বাক্যর মিল ।

প্রথম বাক্যে: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। নবম বাক্য: তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।,

দ্বিতীয় বাক্যের সঙ্গে অস্টম বাক্যর মিল (তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।) অষ্টম বাক্য (আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়),

তৃতীয় বাক্যের সঙ্গে সপ্তম বাক্যর মিল (আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর) সঙ্গে সপ্তম বাক্য(তাঁর কুরসি (সিংহাসন) সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে)

চতুর্থ বাক্যের সঙ্গে ষষ্ঠ বাক্যর মিল (কে আছ এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?) সঙ্গে ষষ্ঠ বাক্যের(তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।)

অলৌকিক মিল!

বাদ পড়ে শুধু পঞ্চম বাক্য দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে, সে সবই তিনি জানেন। সেটি মাঝে থেকে কী সুন্দরভাবে তার অর্থ ও অবস্থানকে অর্থবহ করে তোলে।

অন্তর প্রশান্ত হয় যেসব আমলে

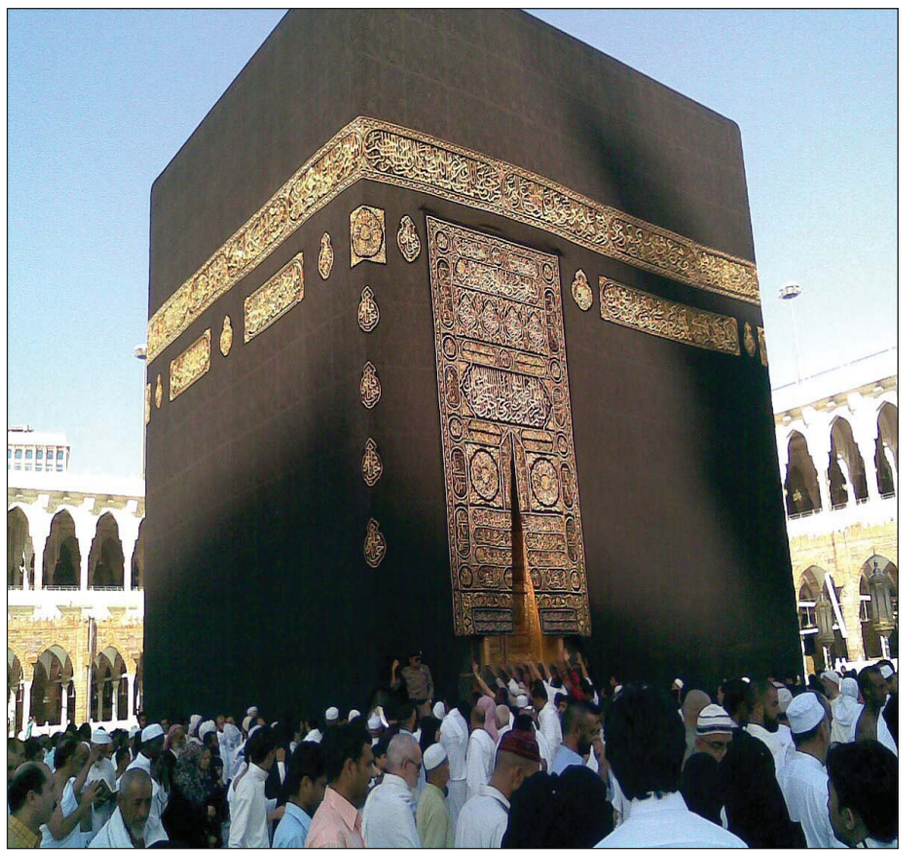

আহমাদ ইজাজ

ইবাদতের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিনের আত্মার প্রশান্তি মেলে। আত্মার প্রশান্তি অর্জিত না হলে দুনিয়ার প্রকৃত সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম ছিল আল্লাহর ইবাদত। আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে। (নাসাঈ, হাদিস : ৩৯৪০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতের সময় হলে বিলাল (রা.)-কে বলতেন, হে বিলাল! আজান দাও, আমাদের সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করো। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৮৬)

আমরা ইবাদতে আনন্দ পাই না। বরং মজাদার খাবার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, নাটক, সিনেমা, মুভি, আড্ডাবাজি, গাল-গল্প, খেলাধুলা, ঘোরাঘুরি প্রভৃতি আমাদের আনন্দ দেয়।

মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটালে তাতে বিরক্ত লাগে না, বরং ভালো লাগে। কিন্তু কোরআন তিলাওয়াতে বসলে, দ্বিনি বৈঠকে বসলে দ্রুত হাঁপিয়ে উঠি। রাত জেগে জেগে মুভি বা খেলা দেখতে আমাদের মজা লাগে, কিন্তু তাজাজ্জুদে আমরা মজা পাই না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা দ্বিনের পথে সময় দেওয়ার ব্যাপারে কত হিসাব-নিকাশ করি, কিন্তু দুনিয়াবি স্বার্থের পেছনে বেহিসাবে সময় খরচ করতে কুণ্ঠিত হই না।

মূলত আমাদের পাপাচার ও অনাচারের কারণে আমাদের হৃদয়ে মরিচা পড়ে গেছে। তাই আমরা ইবাদতে প্রশান্তি লাভে ব্যর্থ হচ্ছি এবং ইবাদতের অবসরে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। ফকিহ আবুল লাইস সামারকান্দি (রহ.) বলেন, বান্দা ইবাদতের মিষ্টতা লাভ করতে পারবে কেবল তখনই, যখন সে তার নিয়তকে খালেস করে ইবাদতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহভীরুতার সঙ্গে আমল করবে। যখন সে নিয়ত পরিশুদ্ধ করবে, তখন দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে এই আমল করার তাওফিক দান করেছেন। ফলে তার হৃদয়ে শুকরিয়া ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্রত হবে।

(তাম্বিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা ৫৯২)

সুতরাং ইবাদতের সময় লক্ষ করতে হবে যে আমি ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে পারছি কি না। যদি প্রশান্তি পাই তাহলে ইবাদতের অবসর যথার্থ হয়েছে। আর যদি প্রশান্তি না পাই, তাহলে নিশ্চিত বুঝে নিতে হবে, আমাদের পাপই এর জন্য দায়ী।

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রহ.) বলেন, 'যদি তুমি রাত্রি জাগরণে সক্ষম না হও এবং দিনের বেলা সিয়াম পালন করতে না পারো, তবে তুমি বুঝে নিবে, তুমি আল্লাহর বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত।' (ইবনুল জাওজি, সিফাতুছ সাফওয়া ২/২৩৮)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

কুরাইশরা ভেবেছিল মুহাম্মদ সা: মক্কা দখল করতে এসেছেন, হজ পালনের জন্য নয়। তাদের এই দাবিটি নবী সা: অস্বীকার করেন। নবী এবং তাঁর সঙ্গীরা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র নন, সফরের সময় শুধু আত্মরক্ষার জন্য হালকা অস্ত্র তারা সাথে এনেছেন আর কাবার চার পাশে হারামে এগুলো নিয়ে যাবেন না। হুদাইবিয়ায় প্রেরিত কুরাইশ দূতরা নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন যে, মুহাম্মদ সা: ও তাঁর সঙ্গীদের হজ পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশের অধিকার রয়েছে। মুহাম্মদ সা: কুরাইশদের বোঝাতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই বার্তা দেন যে, তিনি যুদ্ধে নয়, হজের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে এসেছেন। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কিছু আমরা এখনকার আলোচনা ও সমঝোতার কৌশলের বইপত্রে দেখতে পাই, যেমন আপনি যাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তার উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি সম্পর্কে জানা। মুহাম্মদ সা: জানতেন যে, একজন দূত (আহাবিশ গোত্রের প্রধান) আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানির বিষয়ে গভীরভাবে যত্নশীল ছিলেন এবং যখন মুহাম্মদ সা: তাকে আলোচক হিসেবে আসতে দেখেন, তখন তিনি উমরাহর জন্য তার সাথে আনা ভেড়া এবং অন্যান্য পশু কোরবানির বিষয়টি তুলে ধরেন। দূত চলে যান এবং যখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন তখন তিনি চাপ দেন যেন মুসলমানদের শান্তিতে হজ পালন করার অনুমতি দেয়া হয়।

আপনি কিভাবে অন্যদের প্রভাবিত করবেন?

- আপনার কাছে আগতদের বিষয়ে জানুন : আপনার আলোচনায় (তার সামাজিক পটভূমি, শিক্ষা এবং আগ্রহ সম্পর্কে জেনে) আপনি কী করতে পারেন তা খুঁজে বের করুন এবং আপনার ধারণাটি পেতে কী জিনিস প্রভাবশালী হতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়, একটি মানসিক যুক্তি, বা তার সম্পর্কে পূর্বের ধারণা, ইত্যাদি হতে পারে।

- মুহাম্মদ সা: মক্কার দূতদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞানকে আলোচনার সুবিধার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। আহাবিশ কাবার তীর্থযাত্রীদের কতটা সম্মান করতেন তা জেনে, তিনি যে হজের জন্য এসেছেন তার প্রমাণ দেখাতে সক্ষম হন।

- আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলুন : আপনার কথাগুলো মানুষের ওপর ৭ শতাংশের মতো প্রভাব ফেলে, কিন্তু আচরণ প্রভাব বিস্তারে ৫৩ ভূমিকা রাখে।

- হুদাইবিয়ায় মুহাম্মদ সা: তাঁকে আক্রমণকারী ৪০ জন মক্কার সৈন্যকে ক্ষমা করেন এবং তাদের মুক্তি দেন। এই পদক্ষেপ কুরাইশদের বেশ বিব্রত করে, কারণ আরব ঐতিহ্য অনুসারে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। কাজ কথার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলে আপনার ধারণাগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা জানুন : বিভিন্ন দূতের সাথে মুহাম্মদ সা:- এর পদ্ধতি ভিন্ন ছিল, তবে তার বার্তাটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং নিঃসন্দেহ ছিল- 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা এসেছি (কাবা) তাওয়াফের জন্য।

(ক্রমশ...)

স্ত্রীর সঙ্গে ইবাদত ও আমলের অনুশীলন

জাওয়াদ তাহের

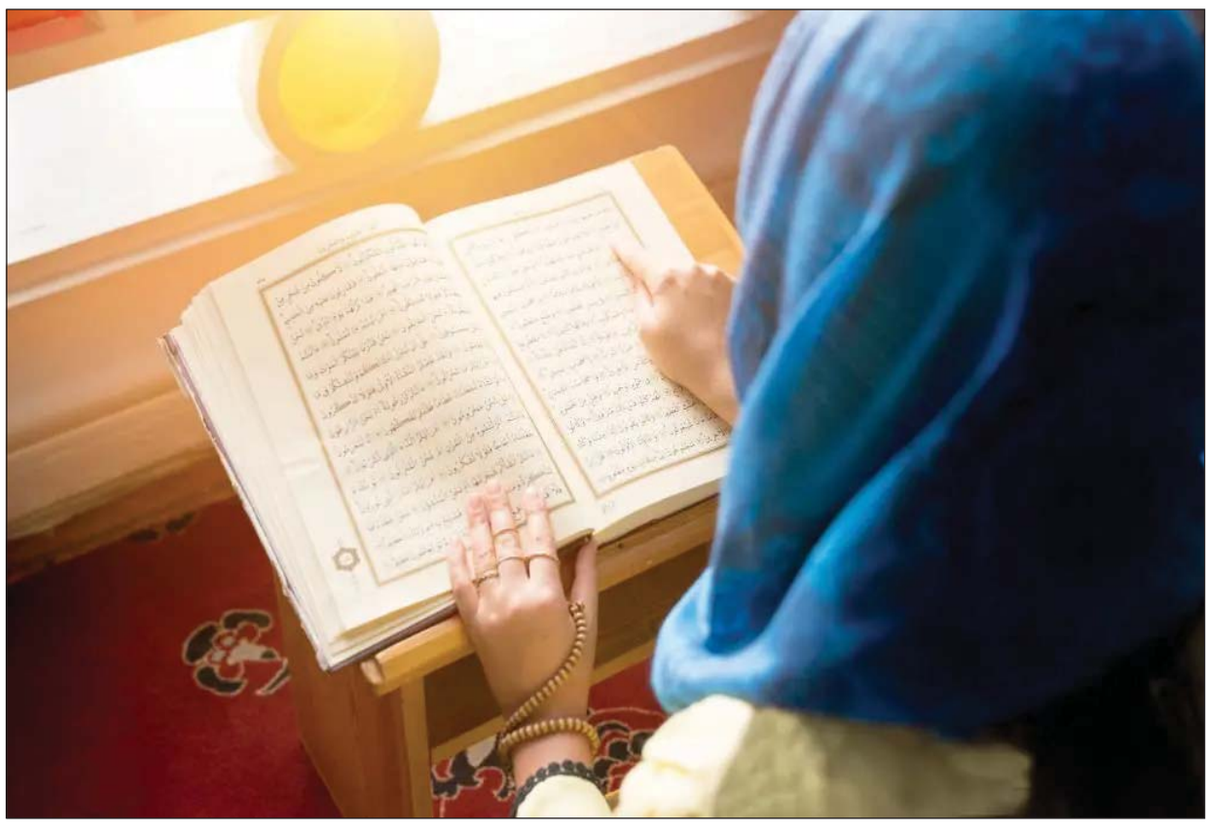

নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসা, তাঁর সঙ্গে খোশগল্প করা, কৌতুক করা ইত্যাদি শরিয়ত কর্তৃক প্রশংসিত বিষয়। পাশাপাশি একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব স্ত্রীকে বিভিন্ন জিনিস সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া। তাঁর ভুল-ত্রুটি শুধরে দেওয়া। দাম্পত্যজীবনে স্বামীর এটি গুরুদায়িত্ব।

একজন আদর্শ স্বামীর কর্তব্য, নিজে ভালো কাজ করা এবং স্ত্রীকেও ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা। স্ত্রীকে বলা হয়, সহধর্মিণী। একে অন্যকে ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে, স্বামী স্ত্রীকে দ্বিনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। তবে স্বামীর তাঁর স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব একটু বেশি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পুরুষ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষরা নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৪)

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে নামাজে সহযোগিতা

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে রাত জেগে নামাজ আদায় করে; অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম থেকে উঠতে না চায় তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য)। আল্লাহ ওই নারীর ওপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামাজ আদায় করে এবং স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম থেকে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩০৮)

রাতে নামাজের জন্য জাগানো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম শেষ রাতের নামাজ। স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে এই নামাজে অভ্যস্ত করা। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে নামাজ আদায় করতেন। বিতর আদায় করার সময় হলে বলতেন, হে আয়েশা! উঠো বিতর আদায় করো।

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬০৭)

লোক-দেখানো ইবাদতে বাধা প্রদান

লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বাধা প্রদান করা। নবীজি (সা.) স্ত্রীদের লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বাধা প্রদান করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি রমজানে ইতিকাফ করতেন। ফজরের নামাজ শেষে ইতিকাফের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রা.) তাঁর কাছে ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা.) মসজিদে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু করে নিলেন। হাফসা (রা.) তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন এবং জয়নাব (রা.)-ও তা শুনে (নিজের জন্য) আরেকটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন। রাসুল (সা.) ফজরের নামাজ শেষে এসে চারটি তাঁবু দেখতে পেয়ে বলেন, একি? তাঁকে তাঁদের ব্যাপারে জানানো হলে তিনি বলেন, নেক আমলের প্রেরণা তাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব খুলে ফেলা হলো। তিনি সেই রমজানে আর ইতিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করেন। (বুখারি : ১৯১৩)

বিপদাপদে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা রকম বিপদাপদ আসে—এটি স্বাভাবিক। এই বিপদাপদে অধৈর্য না হয়ে মানুষের কাছে সাহায্য না চেয়ে, আল্লাহর কাছে বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী (সা.) একবার চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পরে বলেন, হে আয়েশা! এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর পানাহ চাও। কেননা এটি হলো (কোরআনে সুরা ফালাকে বর্ণিত) গাসিক (আঁধারের বস্তু, যা আঁধারে নিমজ্জিত হয়)। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৬৬)

নবীপত্নী জুওয়াইরিয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যুষে তাঁর কাছে থেকে বের হলেন। যখন তিনি ফজরের নামাজ আদায় করলেন তখন তিনি নামাজের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি চাশতের পরে ফিরে এলেন। তখনো তিনি বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি সে অবস্থায়ই আছো। তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী (সা.) বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করেছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সঙ্গে ওজন করলে এই কালেমা চারটির ওজনই বেশি হবে। কালেমাগুলো এই–

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি, ওয়ারিদা নাফসিহি, ওয়াজিনাতা আরশিহি, ওয়ামিদাদা কালিমাতিহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর প্রশংসা-পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তার অগণিত সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর আরশের ওজনের পরিমাণ ও তাঁর কালেমার (কালির) সংখ্যার পরিমাণ। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৬৬৫)

দানের প্রতি উৎসাহ

স্ত্রীদের দান-সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা উচিত। যেন তাদের ভেতর দান করার স্বভাব চলে আসে। একবার রাসুল (সা.) অয়েশা (রা.) বললেন, হে আয়েশা! এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৯৮০)

ঘরে কোনো কিছু না থাকলেও অতি সামান্য জিনিস দিয়ে হলেও দান-সদকা করার কথা বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে সমর্থ, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও সেটা তার করা উচিত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২১৯)

কারণ দান-সদকা জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি অন্যতম উপায়। কাজেই যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব দান-সদকা করা উচিত।

নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা

নম্রতা মানুষের ভূষণ। নম্রতাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। প্রিয় নবী (সা.) স্ত্রীদের নম্রতা শিখিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, হে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন করো। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারের জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নম্রতার পথ দেখান। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৯০৬)

অন্য হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, নম্রতা যেকোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেকোনো বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৩৬৬)

এভাবেই আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) তাঁর স্ত্রীদের দ্বিন শিখিয়েছেন। এবং এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

নামাজে রাকাত আদায়ে ভুল হলে করণীয়

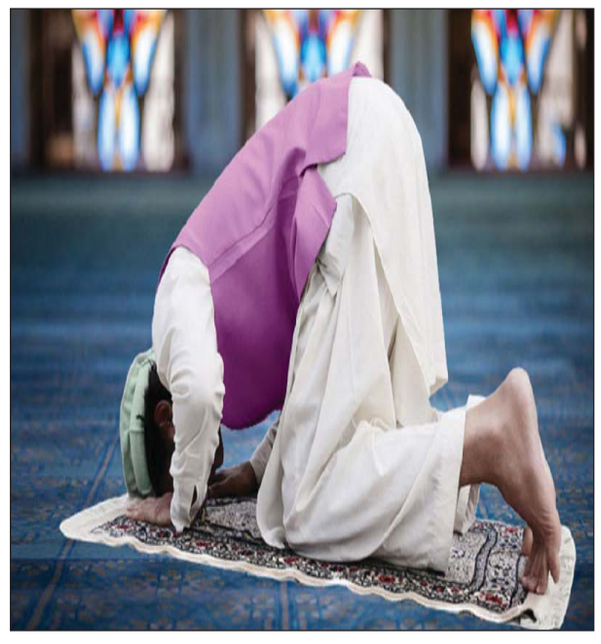

নামাজ (ফারসি: نماز) বা সালাত (আরবি: صلاة) ইসলাম ধর্মের ৫টি রোকনের মধ্যে ২য় রোকন। প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় কাজ।

নামাজে রাকাত আদায়ে ভুল হলে করণীয়

নামাজ পড়তে গিয়ে ভুল করা ঠিক নয়। আর তাই নামাজ মনোযোগের সঙ্গে আদায় করতে হবে। তবু মানুষ তো দোষেগুণেই মানুষ। নামাজ আদায় করতে গিয়ে কত রাকাত পড়া হলো তা নিয়ে ভুল করে বিভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, জোহরের ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের মধ্যে মনে হঠাৎ সংশয় হতে পারে, কত রাকাত নামাজ আদায় করা হলো? ২ রাকাত নাকি ৩ রাকাত? তখন কী করা যায়? সেই সমস্যার একটি সমাধান বাতলে দিয়েছে তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ নামাজে ভুল করে, যখন সে বলতে পারে না সে ১ রাকাত, ২ রাকাত না ৩ রাকাত আদায় করেছে। সেটি ঠিক করতে না পারলে ২ রাকাতকে ভিত্তি ধরবে। আর যদি ৩ রাকাত আদায় করেছে না ৪ রাকাত আদায় করেছে সেটি বুঝতে না পারে, তবে ৩ রাকাতকে ভিত্তি ধরবে। এ ক্ষেত্রে সালাম ফেরানোর আগে ২ সেজদা করতে হবে'। (তিরমিজি, ৩৯৮)

হালান্ডের পাঁচ গোল, উড়ে গেল লুটন টাউন

আপনজন ডেস্ক: এফএ কাপে লুটন টাউনকে নিয়ে যেন ছেলে খেলায় মেতে উঠেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। বলতে গেলে একাই মেতেছিলেন আর্লিং হালান্ড। পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে ম্যানসিটি জিতেছে ৬-২ গোলে। এর মধ্যে হালান্ড একাই করেছেন পাঁচটি গোল। তার চারটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেছেন কেভিন ডি ব্রুইন। অন্য গোলটি মাতেও কোভাচিচের। ক্যারিয়ারে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এক ম্যাচে পাঁচ গোল করলেন হালান্ড। এর আগে গত বছর চ্যাম্পিয়নস লিগে লিপজিগের বিপক্ষে পাঁচ গোল করেছিলেন নরওয়েজিয়ান এই ফরোয়ার্ড।
লুটনের মাঠে আক্রমণাত্বক শুরু করেছিল ম্যানসিটি। তৃতীয় মিনিটেই কেভিন ডি ব্রুইনের বাড়ানো বলে জাল খুঁজে নেন আর্লিং হালান্ড। ১৮ মিনিটে আবারো ডি ব্রুইন ও হালান্ড রসায়ন। বেলজিয়ান মিডফিল্ডারের পাসেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হালান্ড।
৪০ মিনিটেই হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেন হালান্ড। বিরতিতে যাওয়ার আগে অবশ্য এক গোল পরিশোধ করে লুটন টাউন। জালের দেখা পান জর্ডান ক্লার্ক।
বিরতি থেকে ফেরার সাত মিনিটের মধ্যে ক্লার্ক আরেকবার জাল খুঁজে পান। এতে ম্যাচে ফেরার আভাস দেয় লুটন।
কিন্তু আর্লিং হালান্ড যেদিন ছন্দে থাকেন সেদিন যে প্রতিপক্ষের হয় না সেটা আরেকবার প্রমাণ করে দিলেন। ৫৫ ও ৫৮ মিনিটে আরো দুইবার বল জালে পাঠিয়ে ম্যানসিটিকে এগিয়ে নেন ৫-২ ব্যবধানে। হালান্ডের এই দুই গোলের একটিতে সহায়তা করেন ডি ব্রুইন। অন্যটি বের্নারদো সিলভা।
উদযাপন হালান্ডকে ঘিরে।
৭২ মিনিটে আরো একটি গোল পেয়ে যায় ম্যানসিটি। তবে এবার আর হালান্ড নন, গোলউৎসবে যোগ দেন মাতেও কোভাচিচ। জন স্টন্সের পাসে লক্ষ্যভেদ করেন ক্রোয়েশিয়ান এই মিডফিল্ডার।
হালান্ড তখনো মাঠে ছিলেন বলেই মনে হচ্ছিল, আরো গোল করতে পারেন তিনি। কিন্তু ৭৭ মিনিটে তাকে তুলে হুলিয়ান আলভারেসকে মাঠে নামান পেপ গার্দিওলা। তাতে আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি ম্যানচেস্টার সিটি।

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে মুখোমুখি বিবাদে অন্ধ্রপ্রদেশ ও টেস্ট ক্রিকেটার

আপনজন ডেস্ক: অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছেন টেস্ট ক্রিকেটার ও দলটির সাবেক অধিনায়ক হনুমা বিহারি। দুই পক্ষ থেকেই একের পর এক পাল্টা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দলাদলির মতো অভিযোগ আসছে সেখানে। রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্য প্রদেশের কাছে ৪ রানে হারার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্ধ্র প্রদেশের দলটির হয়ে আর না খেলার ঘোষণা দেন বিহারি।
সেখানে তাঁর আত্মসম্মান খোয়া গেছে, এমন দাবি তোলেন ভারতের হয়ে ১৬টি টেস্ট খেলা এ অলরাউন্ডার।
কী কারণে এমন বলছেন, সেটিও লেখেন তিনি। তাঁর মতে, ঘটনার শুরু জানুয়ারিতে। রঞ্জি ট্রফির প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে বাংলার বিপক্ষে অন্ধ্রকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিহারি। তবে এরপরই দায়িত্ব ছেড়ে দেন তিনি। যদিও দলটির একাদশে নিয়মিত খেলে গেছেন।
সে ম্যাচে দলের '১৭তম একজন খেলোয়াড়ের' দিকে তিনি 'চিৎকার' করেছিলেন। বিহারির দাবি, সেই খেলোয়াড়ের বাবা একজন রাজনীতিবিদ। সেই খেলোয়াড় তাঁর বাবার কাছে অভিযোগ করার পর রাজ্য সংস্থাকে বিহারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। এরপরই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি করেন বিহারি।
তাঁর মতে, 'লজ্জিত বোধ করলেও আমি এ মৌসুমে খেলা চালিয়ে গেছি, কারণ আমি ক্রিকেট এবং আমার দলকে সম্মান করি। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাজ্য সংস্থা মনে করছে তারা যেটিই বলবে

খেলোয়াড়দের তা শুনতে হবে এবং খেলোয়াড়েরা তাদের জন্যই খেলছে। আমি অপমানিত এবং লজ্জিত বোধ করছি, আজকের আগে এটি বলিনি। যেখানে আত্মসম্মান হারিয়েছি, সেই অন্ধ্রর হয়ে আমি খেলব না আর।'
অস্ট্রেলিয়া সফরে ঋষভ পন্তের সঙ্গে হনুমা বিহারি (বাঁয়ে)। ভারতের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৬টি টেস্ট খেলেছেন বিহারি।
তবে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলেছে, বিহারির এমন দাবি অস্বীকার করেছে অন্ধ্রর রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। এক বিবৃতিতে তারা দাবি করেছে, বিহারিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি স্বতন্ত্র নির্বাচক কমিটির নেওয়া। অবশ্য ওই বিবৃতিতে বিহারির বিরুদ্ধে অসদাচরণের পালটা অভিযোগও তোলে অন্ধ্র। এমনকি বিহারির বিরুদ্ধে দলাদলির অভিযোগও আনা হয়। এ ব্যাপারে একজন খেলোয়াড় তাদের কাছে অভিযোগ করেছেন, এমন জানায় অন্ধ্র ক্রিকেট। রঞ্জি ট্রফির আগেও বিহারির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার কথা জানায় তারা। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়।
২৬ ফেব্রুয়ারিই ইনস্টাগ্রামে আরেকটি পোস্ট করেন বিহারি। সেখানে অন্ধ্র ক্রিকেটকে দেওয়া এক চিঠিতে দলের খেলোয়াড়রা তাঁর অধিনায়কত্বের পক্ষে কথা বলেছেন, এমন দেখা যায়। সে চিঠির ছবি পোস্ট করে বিহারি ক্যাপশনে লেখেন, 'পুরো দলই জানে।'
তবে আজ ইন্ডিয়া টুডে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিহারির ওই চিঠির বিষয়বস্তুর ব্যাপারেও ভিন্ন কথা বলছে অন্ধ্র ক্রিকেট। বিহারি তাঁর সতীর্থদের 'হুমকি' দিয়ে ওই চিঠিতে সই নিয়েছেন, এমন দাবিও করেছে রাজ্য সংস্থাটি।
হায়দরাবাদে ক্যারিয়ার শুরু করলেও ২০১৫-১৬ মৌসুমে অন্ধ্রের হয়ে খেলা শুরু করেন বিহারি। ২০২১-২২ মৌসুমে অল্প সময়ের জন্য হায়দরাবাদে ফিরলেও আবার অন্ধ্রে ফিরে যান। ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের পর থেকে টেস্ট খেলেননি তিনি। ভারতের হয়ে শুধু দীর্ঘ সংস্করণেই খেলেছেন। মাঝে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আবাহনীর হয়ে খেলে গেছেন বিহারি।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং: অলরাউন্ডারদের শীর্ষ চারে রুট, জুরেলের বড় লাফ

আপনজন ডেস্ক: প্রথম তিন টেস্টে ব্যর্থতার পর রাঁচি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন জো রুট। প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে শীর্ষ তিনে ফিরেছেন রুট। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ড তারকা।
ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১২ নম্বরে। তরুণ এই ওপেনার সিরিজ শুরু করেছিলেন ব্যাঙ্কিংয়ে ৬৯তম অবস্থানে থেকে। রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ৯০ আর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৩৯ রান করে ভারতকে জেতানো ধ্রুব জুরেল আজ আইসিসি প্রকাশিত ব্যাঙ্কিংয়ে ৩১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৬৯তম স্থানে।
প্রথম তিন টেস্টে রুটের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ২৯। এরপর সমালোচনার মুখে পড়া রুট রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের ইনিংস খেলেন। বল হাতেও

নিয়েছেন ২ উইকেট। টেস্ট অলরাউন্ডার ব্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে চারে উঠে এসেছেন রুট। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করা জয়সোয়াল রাঁচি টেস্টে প্রথম ইনিংসে করেন ৭৩, দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৩৭। ইংল্যান্ড ওপেনার জ্যাক ক্রলি প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ২০-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর অবস্থান তালিকার ১৭ নম্বরে। রাঁচিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাতে প্রথম স্থানে থাকা যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অশ্বিনের রেটিং পয়েন্টের পার্থক্য কমে দাঁড়িয়েছে ২১-এ। বুমরার রেটিং পয়েন্ট ৮৬৭, অশ্বিনের ৮৪৬। স্পিনার কুলদীপ যাদব ১০ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৩২তম স্থানে। শোয়েব বশির ৩৮ ধাপ এগিয়ে আছেন ক্যারিয়ার-সেরা ৮০তম স্থানে।
নেপালের বিপক্ষে ৩১ রানে ৪ উইকেট, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন নামিবিয়ার বার্নাড শোল্টজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪২। ওয়ানডে ব্যাঙ্কিংয়ে নামিবিয়ার কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ অবস্থান এটিই। টি-টোয়েন্টি ব্যাঙ্কিংয়ের ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষ ২০-এ ঢুকেছেন ট্রাভিস হেড। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ছয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

টাকার জন্য টি-টোয়েন্টি খেলছেন স্মিথ, দাবি জনসনের

আপনজন ডেস্ক: ডেভিড ওয়ার্নারের বিদায়ী টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে তাঁকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন মিচেল জনসন। ফর্মহীন এবং 'স্যান্ডপেপারগেট কেলেঙ্কারি'তে জড়িত ওয়ার্নারকে কেন নায়কোচিত বিদায় দেওয়া হচ্ছে, এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জনসন। এর জেরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, ওয়ার্নারের উদ্বোধনী সঙ্গী উসমান খাজা, ওয়ার্নারের পরিবার ও ব্যবস্থাপক, এমনকি সাবেক দুই অধিনায়ক রিকি পন্টিং ও মাইকেল ক্লার্কও মন্তব্য করেছিলেন।
সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি তির্যক মন্তব্য করলেন জনসন। ৪২ বছর বয়সী সাবেক ফাস্ট বোলার এবার সমালোচনার তির ছুড়েছেন স্টিভেন স্মিথের দিকে। জনসন মনে করেন, স্মিথ টাকার জন্য টি-টোয়েন্টি খেলে যাচ্ছেন। এই সংস্করণ বাদ দিয়ে তাঁর টেস্ট ও ওয়ানডেতে মনোযোগী হওয়া উচিত। সন্দেহাতীতভাবে টেস্ট ও ওয়ানডেতে সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্মিথ। কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার খুব একটা সমৃদ্ধ নয়। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫৫ ইনিংসে ২৪.৮৬ গড় ও ১২৫.৪৬ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১০৯৪ রান। সর্বশেষ ১৮ ইনিংসে ফিফটি মাত্র একটি। সেটাও গত নভেম্বরে ভারতের দ্বিতীয় সারির দলের বিপক্ষে বিশাখাপট্টনমের ব্যাটিং-স্বর্গে। নিউজিল্যান্ড সফরে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন স্মিথ।

মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলে কোপার প্রস্তুতি সারবে ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: আগামী জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হবে এবারের কোপা আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের সেই প্রতিযোগিতার আগে যুক্তরাষ্ট্রেই দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। সেই দুই ম্যাচের একটির প্রতিপক্ষ ঠিক হয়ে গিয়েছিল গত ডিসেম্বরেই। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) জানিয়েছিল, ৮ জুন মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এবার ব্রাজিলিয়ানদের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচের প্রতিপক্ষের নামও জানা গেল। ইউএস সকার কাল রাতে জানিয়েছে, ১২ জুন ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরলান্ডোতে হবে ব্রাজিল-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটি।
এর আগে গতকাল ব্রাজিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা চূড়ান্ত করেছে জুনের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানায়, ইকুয়েডর ও গুয়াতেমালার বিপক্ষে খেলে প্রস্তুতি সারবে তারা। ১৬ দলের কোপা আমেরিকায় এবার ব্রাজিল খেলবে 'ডি' গ্রুপে। টুর্নামেন্টের নয়বারের চ্যাম্পিয়নরা গ্রুপসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়েকে। এ ছাড়া কোস্টারিকা ও হন্ডুরাসের একটিকেও গ্রুপসঙ্গী হিসেবে পাবে ব্রাজিল। কোপা আমেরিকায় সুযোগ পেতে ২৩ মার্চ প্লে-অফ খেলবে মধ্য আমেরিকান দল দুটি। কোপা আমেরিকা ২০ জুন শুরু হলেও ব্রাজিল প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৪ জুন। ক্যালিফোর্নিয়ার ইঙ্গলউডে সে ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা কিংবা হন্ডুরাস। জুনের ওই দুই প্রীতি ম্যাচের আগে মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আরও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। সেই দুই ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও স্পেন। ২৩ মার্চ লন্ডনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার পর ২৬ মার্চ মাদ্রিদে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ স্পেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে গোল করে ইন্টার মায়ামিকে বাঁচিয়েছেন লিওনেল মেসি।

অ্যাডাইরের ৫ উইকেট, আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আয়ারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: মার্ক অ্যাডাইরের ক্যারিয়ারের প্রথম ৫ উইকেটের পর কার্টিস ক্যাম্ফারের ৪৯ রানের ইনিংসে আবুধাবির টলারেন্স ওভালের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে এগিয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা আফগানিস্তানকে ১৫৫ রানেই অলআউট করে দেয় আয়ারল্যান্ড। জবাবে ১০০ রান তুলতে ৪ উইকেট হারিয়েছে তারা, ৩২ রানে অপরাজিত হ্যারি টেক্টরের সঙ্গে অপরাজিত আছেন পল স্টার্লিং।
এ ম্যাচ দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় তিন বছর পর ফিরল টেস্ট ক্রিকেট।
প্রাথমিকভাবে শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এ ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকদিন আগে বদলে ফেলা হয় ভেন্যু। ফলে আজ ১২২তম টেস্ট ভেন্যুর মর্যাদা পায় টলারেন্স ওভাল। এমনিতে এ মাঠ আফগানিস্তানের কাছে পরিচিতই, প্রস্তুতি ক্যাম্পের পাশাপাশি এখানে ম্যাচও খেলেছে তারা।
টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে সেখানেই অস্বস্তিতে পড়ে আফগানিস্তান। অ্যাডাইরের দারুণ সিম বোলিংয়ে ১১ রানের মধ্যেই ওপেনার নুর আলী জাদরানের পর তিনে আসা রহমত শাহকে হারায় তারা। নুর স্লিপে ক্যাচ দেন অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নির হাতে, রহমত হন বোল্ড। প্রথম সেশনে ব্যারি ম্যাকার্থির ডাউন দ্য লেগের বলে কট বিহাইন্ড হন আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদিও। তার আগে অবশ্য ইব্রাহিম জাদরানের সঙ্গে ৫৫ রানের জুটি গড়ে শুরুর চাপ অনেকটাই সামাল দিয়েছিলেন শহীদি।
তবে মধ্যাহ্ন বিরতির পর আফগানদের ইনিংসে নামে ধস। যার শুরুটা হয় অভিষিক্ত রহমানউল্লাহ গুরবাজের উইকেট দিয়ে। অ্যাডাইরের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট চালিয়ে কট বিহাইন্ড হন গুরবাজ। ক্রেগ ইয়াংয়ের পরপর ২ ওভারে ফেরেন ইব্রাহিম ও নাসির জামাল। ৪ রানের মধ্যে সে সময় ৩ উইকেট হারায় আফগানিস্তান। ওপেনিংয়ে নামা ইব্রাহিম ৮৩ বলে করেন ৫৩ রান, আফগানিস্তানের ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর হয়ে থেকেছে সেটিই। ১১১ রানে ৭ উইকেট হারানোর পরও আফগানিস্তান ১৫৫ রান পর্যন্ত যেতে পেরেছে করিম জানাতের অপরাজিত ৪১ রানের ইনিংসে। নিচের দিকের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে লড়াই করেন তিনি, তবে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ শেষ পর্যন্ত আর ছিলেন না। শেষ ব্যাটসম্যান জহির খানকে বোল্ড করে পঞ্চম উইকেটটি পান অ্যাডাইর। অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও টিম মারটাহর পর তৃতীয় আইরিশ বোলার হিসেবে টেস্টে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি হলো এ পেসারের। নতুন বলে এরপর সফল হয় আফগানিস্তানও। নাভিদ জাদরানের ফুললেংথের বলে প্রথম এলবিডব্লু হন বলবার্নি। পিটার মুরও জাদরানের শিকার। অবশ্য দশম ওভারে বোল্ড হওয়ার আগে নাভিদের বলেই দুবার বাঁচেন মুর। একবার বোল্ড হয়েছিলেন, তবে নাভিদ করেছিলেন নো। পরের বার আম্পায়ারের এলবিডব্লুর সিদ্ধান্ত রিভিউ করে সফল হন। তবে সেসব সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থই হয়েছেন তিনি।
৩২ রানে ২ উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ডকে চাপ থেকে বের করে আনেন মূলত ক্যাম্ফার। সুযোগ পেলেই শট খেলতে থাকেন তিনি, টেক্টরের সঙ্গে তাঁর জুটিতে বেশ শক্ত একটা ভিতই পায় দল। বাঁহাতি স্পিনার জিয়া-উর-রহমানের টার্ন করে বেরিয়ে যাওয়া বলে খোঁচা দিয়ে অবশ্য ফিফটির ১ রান আগেই থামতে হয় ক্যাম্ফারকে। পরের ওভারে নাইটওয়াচম্যান থিও ফন ওরকোমকে আরেকটি দুর্দান্ত ডেলিভারিতে বোল্ড করেন জিয়া।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
আফগানিস্তান ১ম ইনিংস: ৫৪.৫ ওভারে ১৫৫ (ইব্রাহিম ৫৩, নুর ৭, রহমত ০, শহীদি ২০, গুরবাজ ৫, জামাল ০, জানাত ৪১*, জিয়া ৬, নাভিদ ১২, নিজাত ০, জহির ০; অ্যাডাইর ৫/৩৯, ম্যাকার্থি ১/২৮, ইয়াং ২/৩১, ম্যাকব্রাইন ০/২২, ফন ওরকোম ০/১২, ক্যাম্ফার ২/১৩)।
আয়ারল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৩১ ওভারে ১০০/৪ (মুর ১২, বলবার্নি ২, ক্যাম্ফার ৪৯, টেক্টর ৩২*, ফন ওরকোম ১, স্টার্লিং ২*; নিজাত ০/২৮, নাভিদ ২/৩২, জানাত ০/৯, জিয়া ২/১৩, জহির ০/১৭)।
–প্রথম দিন শেষে।

জার্সি বিক্রির আয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে জার্সি বিক্রির প্রচলন শুরু হয়েছিল গত শতকের '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৭৩ সালে ইংলিশ ক্লাব লিডস ইউনাইটেডের জার্সি বানিয়ে দিয়েছিল অ্যাডমিরাল, যা ছিল ক্লাব ফুটবলে কোনো ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম ঘটনা। অ্যাডমিরালের বানানো হোয়াইট স্ট্রিপ জার্সি পরেই ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে ইংলিশ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিডস। ওই মৌসুমেই লিডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোচ ডন রেভির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ এক বিক্রয়কর্মীর। তাঁর হাত ধরেই শুরু জার্সি বিক্রির যাত্রা।
সেই যে শুরু, এরপর পাঁচ দশক ধরে ক্লাবের জার্সি ও অন্যান্য স্মারক বিক্রি এবং এতে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা এতটাই বেড়েছে যে বর্তমানে এটি উয়েফার বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
উয়েফা সম্প্রতি ২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক ও বিনিয়োগ-বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গত বছর জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে বার্সেলোনা। স্পেনের ক্লাবটি জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে ১৭ কোটি ৯০ লাখ ইউরো আয় করেছে।
করোনার সময় থেকেই বার্সা অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। লা লিগার বেতন সীমাসংক্রান্ত নীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে লিওনেল মেসির সঙ্গেও চুক্তি নবায়ন করতে পারেনি তারা। মেসি যেখানেই যান, প্রচারের আলো সেখানেই পড়ে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**